"বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ" গ্রন্থমালা—১

# লাইব্রেরী আন্দোলন

ও

# শিক্ষা-বিস্তার

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বি-এল,

সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ,

সহ-সম্পাদক, নিখিল-ভারত গ্রন্থালয় পরিষৎ

প্রণীত

১৩৩৭ সাল

লাইব্রেরী পক্ষে—১৲ | সাধারণ পক্ষে—১৷৹

"বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ" কার্য্যালয়,
৬ বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৬নং মদন বড়াল লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা,
লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

# উৎসর্গ-পত্র

মায়ারাণী ঘোষ

করকমলেষু—

ওগো,

তুমি যেখানেই থাক, আমার পুস্তক তুমি উপেক্ষা করিতে পারিবে না, এই ভরসায় আমার প্রথম পুস্তক "লাইব্রেরী-আন্দোলন ও শিক্ষা-বিস্তার" তোমার হস্তেই অর্পণ করিলাম। ইতি—

চৈত্র-পূর্ণিমা, }
১৩৩৬ সাল। }

তোমারই
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ।

---

# মুখ-বন্ধ

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন কালি ছিল না, কলম ছিল না, কাগজ ছিল না, তালপাতা ছিল না,—লেখবার কোন সরঞ্জামই ছিল না; কিন্তু লোকে তখনও জ্ঞান উপার্জ্জন করিত এবং যাহারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিত তাহারাই দেশে মান্য গণ্য হইত। সে জ্ঞান তাহাদিগকে মুখে মুখে অর্জ্জন করিতে হইত। তাই ছেলে আট বৎসর হইতে না হইতেই বাপ মা তাহাকে গুরুর বাড়ী রাখিয়া আসিত। এই রাখিয়া আসার নাম উপনয়ন। ছেলে সেখানে ৯ বছর, ১৮ বছর, ২৭ বছর এবং ৩৬ বছর থাকিয়া সেকালের যত জ্ঞান ছিল সব মুখস্থ করিয়া আনিত। বাড়ীতে ফিরিবার সময় গুরুর অনুমতি লইয়া তাহাকে স্নান করিতে হইত, এজন্য তাহাকে স্নাতক বলিত। একজন স্নাতক ব্রাহ্মণকে নিজের দেশে বসাইবার জন্য রাজা রাজড়ারা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। এইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের আরম্ভ হয়। ইংরাজীতে সাহিত্যকে literature বলে, অর্থাৎ যাহা কিছু লেখা হয়, তাহা সাহিত্য। আমরা তাহা বলি না। আমরা বলি—বাঙ্ময়। যাহা কিছু

বলা হয় তাহারই নাম সাহিত্য,—তা তুমি মুখেই বল আর লিখেই বল।

স্মৃতি-শক্তির উপর অতি মাত্রায় আস্থা থাকায় এবং স্মৃতি-শক্তি বৃদ্ধি করিবার নানারূপ চেষ্টা করায়, ভারতবর্ষে পুস্তকালয় বলিয়া একটা জিনিষ বড় বাড়িতে পারে নাই। যীশু খৃষ্টের পর ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত বেদটা মুখে মুখেই থাকিত। শুধু বেদ নয় তার সঙ্গে যত অঙ্গ, বেদাঙ্গ, যত বেদ লক্ষণ সব মুখে মুখে থাকিত। লিখিলে পাপ হইত। জৈন ও বৌদ্ধদেরও শাস্ত্র মুখে মুখে থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সময় জৈনরা আপনাদের শাস্ত্রগুলিকে কলম-বন্দী করিতে চায়। বুড়ো যতীদের ধরিয়া বারটার মধ্যে ১০টা পূর্ব্বেই তাহারা লিখাইয়া লয়। আর দুটা কাহারও মুখস্থ ছিল না। এক বৃদ্ধ যতীর মুখস্থ ছিল, তিনি ছিলেন নেপালের। তিনি সেই নন্দ রাজাদের সময়ের লোক। পাটনা হইতে তাঁহার কাছে এক deputation যায়। তিনি মুখে মুখে বলিয়া দেন, deputation লিখিয়া আনেন। যীশু খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পরে ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসেন—বৌদ্ধ-পুঁথি সংগ্রহের জন্য। আসিয়া দেখেন পুঁথি নাই। তিনি বিপন্ন হইয়া পড়েন। লোকে তাঁহাকে পরামর্শ দেয়—তুমি বুড়ো থেরাদের কাছে যাও। তিনি

তাহাদের মুখ হইতে বৌদ্ধশাস্ত্র সব লিখাইয়া লইয়া যান।

ভারতবর্ষের এরূপ অবস্থা হইলেও, পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে লেখার একটা ব্যবস্থা ছিল। মিশর, আসিরিয়া, বাবিলোনিয়া, কালডিয়া দেশে লিখিবার নানা উপায় ছিল। মিশরে পাতরের উপর ছবি আঁকিত, সেই ছবিতে লেখা হইত। এঁটেলা মাটি শুকাইয়া লইয়া, তাহাতে তীরের মত দাগ কাটিয়া আসিরিয়ানরা লিখিত। চীনেদের লেখাও ছবি দিয়ে হইত। আসিরিয়ায় মাটির নোড়া একটা বড় ঘরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাতে আসিরিয়ার সমস্ত সাহিত্য পাওয়া যায়। প্রায় চল্লিশ ফিট মাটির নীচে এ ঘরটি চাপা পড়িয়াছিল। উহাতে মহাকাব্য ছিল, রাজাদের হিসাব পত্র ছিল, সন্ধি বিগ্রহের নোড়া ছিল, এমন কি দু তিন খানা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অভিধানও ছিল। এ সব যীশু খৃষ্টের দু তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা।

ভারতবর্ষে এরূপ নোড়া আজও বাহির হয় নাই। কিন্তু হরপ্পা আর মহেঞ্জো-দারোতে এক রকম পাতরের অক্ষর বাহির হইয়াছে, তাহা ঐ সকল অক্ষরের চেয়ে পুরাণ হইবার কথা। আমরা এখন ঐ সব কথা কিছু বলিতে পারি না। কারণ মার্শাল সাহেব সে সম্বন্ধে বই

লিখিতেছেন। তাঁহার বই যতদিন না বাহির হয়, ততদিন তিনি অন্য কাহাকেও কথা কহিতে দিবেন না। সেত অনেক প্রাচীন কথা। কিন্তু আমাদের দেশেও ত' লেখা বলে একটা জিনিষ ছিল। ব্যবসাদারেরা লেখা ভিন্ন কাজ করিতে পারিত না। রাজাদের আয় ব্যয় লেখাপড়া না হইলে চলিত না। দলিল লিখিতে হইত, চিঠি পত্র লিখিতে হইত, সন্ধি করিতে হইত, সুতরাং লেখাটা যীশু খৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেশ চলতি ছিল। বইও অনেক সময় লেখা হইত, কিন্তু স্মৃতি-শক্তির উপর বেশী আস্থা থাকায়, বইয়ের উপর দেশের লোকের বেশী আস্থা ছিল না। তথাপি, সকল রাজা রাজড়াদের বাড়ী সকল প্রকার পুঁথি থাকিত। ভূর্জ্জিপত্রে হয়, তাল পত্রে হয়, তেড়েৎ পত্রে হয়, চ্যাটাল শোলায়, রূপার পাতে, তামার পাতে লেখা হইত এবং সে সকল বই সংগ্রহ হইত। মধ্য এসিয়ায় ভূর্জ্জ-পত্রে লেখা সংস্কৃত পুঁথি ইংরাজী ৪০০ বৎসরের পাওয়া গিয়াছে। চীনা কাগজে লেখা পুঁথি আর ও দু' তিন শ' বৎসর পূর্ব্বের পাওয়া গিয়াছে। নেপালে যীশু খৃষ্টের ৪।৫০০ বৎসর পরের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। চীনারা যীশু খৃষ্টের জন্মের অল্পদিন পর হইতে ভারতবর্ষ হইতে অনেক পুঁথি লইয়া আপনাদের ভাষায় তর্জ্জমা

করিয়াছে। চীনাদের একখানা ক্যাটালগে ১৩০০ পুঁথি তর্জ্জমা আছে। ভুটিয়ারা প্রায় দশ হাজার সংস্কৃত পুঁথি তর্জ্জমা করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে বলে বিদ্যালয়, আমরা যাহাকে টোল বলি, তাহার নাম চতুষ্পাঠি বা চৌপাড়ি, অর্থাৎ চারিদিকে ছেলেদের থাকবার ঘর, মাঝখানে উঠান, উঠানের মাঝখানে একখানা আটচালা, তাহার নাম **গ্রন্থাগার**। কেহ ব্যবস্থা লইতে আসিলে, তাহাকে একজন সর্দ্দার-প'ড়ো ধরিতে হইত। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের কাছে সে কথা উপস্থিত করিতেন এবং তাহার হইয়া প্রশ্ন লিখিয়া দিতেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলিয়া দিতেন—তুমি **গ্রন্থাগার** হইতে অমুক অমুক গ্রন্থ লইয়া আইস, এবং তাহার অমুক অমুক অধ্যায়ে এই সকল শ্লোক আছে বাহির কর। সে সকল বচন বাহির হইলে তাঁহারা ১০।১৫ জনে মিলিয়া ব্যবস্থা দিতেন এবং তৌল-বট লইতেন। তৌল-বট সকলে ভাগ করিয়া লইতেন, একভাগ সর্দ্দার-প'ড়ো লইত।

মুসলমানদের সময়ে পণ্ডিতেরা আপনাদের ব্যবসার মত পুস্তক সংগ্রহ করিতেন। যিনি পুরোহিত, তিনি বৈদিক পুস্তক সংগ্রহ করিতেন, যিনি নৈয়ায়িক তিনি ন্যায়ের পুস্তক সংগ্রহ করিতেন ইত্যাদি। রাজারাও

পুস্তক সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা সকল বিষয়েরই পুস্তক সংগ্রহ করিতেন। হিন্দু, জৈন, ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠেও অনেক পুস্তক থাকিত। এ সকল ব্যবসায়ীদের পুস্তক নহে, এ সকল স্থানে সকল প্রকার পুস্তক ছিল। ভারতবর্ষের সকল অংশেই ব্রাহ্মণের গাঁ ছিল, তাহাকে "অগ্রহার" বলিত। সেখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাত থাকিত না। ব্রাহ্মণদের সকল বাড়ীতে পুস্তক থাকিত; এক একটি "অগ্রহারে" অনেক পুস্তক থাকিত। উড়িষ্যায় এই সকল অগ্রহারকে "শাসন" বলে। পুরী জেলায় জগন্নাথ মন্দিরের চারিপাশে ৩২টি শাসন আছে। এক এক শাসন ২৪জন করিয়া ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইত। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, এই ৩২টি শাসনে প্রায় আড়াই লক্ষ পুঁথি আছে। নেপালে দরবার লাইব্রেরীতে ১৬,০০০ সংস্কৃত পুঁথি আছে। এ ছাড়া সমস্ত তিব্বত-সাহিত্য সেখানে মজুত আছে এবং সমস্ত চীনদেশের সাহিত্য সেখানে মজুত আছে। মুসলমানেরাও অনেক সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিতেন। তাঁহারা আরবী ও পারসী পুস্তক ত রাখিতেনই; অনেকে দেশীয় ভাষার পুঁথিও সংগ্রহ করিতেন।

ইংরাজ আমলে ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। এক একবারে এক পুস্তক ৫০০০।১০,০০০ করিয়া ছাপা

হইতেছে ; পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিলনা। আর, পুস্তকের দামও এখন সস্তা হইয়াছে ; সুতরাং এখন লোকে সহজে পুস্তকালয় করিতেছে, এবং এখন লোকের জ্ঞান জন্মিয়াছে যে বিদ্যা-প্রচারের একটি প্রধান উপায়— পুস্তকালয়। তাই দেশীয় ভাষায় পুস্তক সংগ্রহ করিবার একটা আগ্রহ হইয়াছে, এবং যত দিন যাইতেছে সেই আগ্রহ তত বাড়িতেছে।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ মহাশয় প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া যাহাতে বাঙ্গালায় লাইব্রেরীর উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহাকে অকাতরে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইয়াছে, অনেক জায়গায় আদর অপেক্ষা পাইয়াছেন, আবার অনেক জায়গায় উপেক্ষা এবং এমন কি তিরস্কারও সহ্য করিয়াছেন। একটা কাজ ঠিক হইয়াছে, লাইব্রেরী লাইব্রেরী করিয়া তিনি আপনার আর্থিক পরকালটি নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গলার এমন কি সমস্ত ভারতের বেশ একটু উপকার হইয়াছে। সুশীলবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া এই পথে থাকিলে আরও উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তিনি ক্রমে লাইব্রেরী ব্যাপারকে সমস্ত ভারতব্যাপী করিয়া তুলিয়াছেন। বৎসর বৎসর

প্রদর্শনী করিতেছেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষের লাইব্রেরীর খোঁজ-খবর দিতেছেন। ক্রমে লাইব্রেরী যে শিক্ষা-বিস্তারের একটা প্রধান অঙ্গ সেটা লোকের ধারণা হইতেছে। লাইব্রেরী সব জায়গায় হইতেছে। অনেক লোক নিজের বাড়ী লাইব্রেরী করিতেছেন। অনেকে চাঁদা তুলিয়া লাইব্রেরী করিয়া পাড়ায় পাড়ায় লোকের পড়িবার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। ইস্কুল কলেজের লাইব্রেরী আছেই। ইউনিবার্সিটি ত একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছাড়া আর কিছুই নহে। ঢাকা ইউনিবার্সিটির লাইব্রেরী খুব বড় হইয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে বই রাখা, পড়া ও দেওয়ার খুব সুব্যবস্থা হইয়াছে। সুশীল-বাবু ও তাঁহার সহযোগীরা চাহিতেছেন যে, এই সকল লাইব্রেরী একযোগে কাজ করেন। যাহার যাহা আছে তাহা, যাহার নাই, সে যেন ব্যবহার করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে গাইকোয়ার মহারাজ খুব ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি এড (aid) দিয়া গাঁয়ে লাইব্রেরী করিয়া দিতেছেন ও তাঁহার সদর লাইব্রেরী হইতে বই ধার দিবার বন্দোবস্তও করিতেছেন। লাইব্রেরীতে গ্রন্থকারের সুবিধা হইয়াছে, এখন আর তাঁহাদিগকে রাজা, রাজ-রাজড়ার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না। ভাল বই হইলে লাইব্রেরীতে

লাইব্রেরীতে দু'দশ কপি করিয়া লইলে, তাহাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইবে। সুশীলবাবু গাইকোয়ারের ব্যবস্থার কথা বিস্তারিত করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া দিয়াছেন। লাইব্রেরীতে কিরূপে বই রাখিতে হয়, তাহারও উপায় তিনি বলিয়া দিয়াছেন। ডিউইর বই রাখার ব্যবস্থা সকলের চেয়ে ভাল, উহাতে শতকিয়া দিয়া বই রাখার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার বইখানি এ সময়ের পক্ষে খুব উপযোগী হইয়াছে। এখন লোকে তাঁহার কথামত কাজ করিলে এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিলে, দেশের খুব উন্নতি হইবে।

২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

# গ্রন্থকারের নিবেদন

লাইব্রেরী-আন্দোলন প্রচারকল্পে কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল এবং অনেকগুলি সাময়িক পত্রে এতৎসম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেইগুলি একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করা হইল।

লাইব্রেরী-বিজ্ঞান বা শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক ইহা নহে, তবে এই বইখানি পাঠ করিয়া, ঐ দুইটি বিষয়ে যদি কাহারও অনুরাগ জন্মায় বা জ্ঞানলাভের জন্য লাইব্রেরী ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি জাগে, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সত্বর প্রকাশ করিবার চেষ্টায় কতকগুলি ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল। শুদ্ধি-পত্রে তাহার উল্লেখ করা আছে। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বইখানি দেখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি

৬, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

বিনীত
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ।

# সূচী-পত্র।



---

# লাইব্রেরী আন্দোলন

# ও

# শিক্ষাবিস্তার।

## লাইব্রেরী আন্দোলনের প্রয়োজন।

শিক্ষার আলোক ব্যতিরেকে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না। কি হৃদয়ের ঔদার্য্য, কি ভাবের প্রসারতা, কি মনের সংযম-নিষ্ঠা, সকলই শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার মোহিনী ইঙ্গিতে স্বার্থপর ত্যাগ করিতে শিখে, বাচাল শান্ত হয়, ক্রোধ-পরায়ণ বাহুপ্রসারণের দ্বারা আলিঙ্গন দিতে চাহে। শিক্ষা পশু-প্রকৃতিকে মানুষ করে, মানুষকে দেবতার আসনে বসায়। সংসারে, সমাজে, লোকালয়ে সর্ব্বত্র শিক্ষার প্রভাবই মনুষ্যকে শান্তির জয়মাল্য পরাইয়া থাকে। এই জন্য সকল দেশই

শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছে। স্কুল-কলেজ, বিদ্যালয়-পাঠশালা, মোক্তাব-কেতাবখানা, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রভৃতির দ্বারা নানা উপায়ে শিক্ষা-বিস্তারের পন্থা নির্দ্ধারিত করিয়া প্রাণপণে দেশবাসীর জ্ঞান বাড়াইবার জন্য এখন সকলেই সচেষ্ট। কেহ কেহ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া, কেহ বা সংবাদ-পত্র চালাইয়া, কেহ কেহ বরেণ্য মনীষিগণের রচনা হইতে সঙ্কলনের মালা গাঁথিয়া, কেহ বা ঈশ্বর-দত্ত কম্বু-কণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে জন-সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে ব্যস্ত। যাঁহার যেমন ক্ষমতা তিনি সেইমত কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। লোক-হিতকর কার্য্যে সকলের অধিকার আছে তাই করিতেছেন। আমাদের মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত—ফল কতদূর সম্ভব হইয়াছে। যদি ফলের আশা সুদূর-পরাহত বোধ হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে লোক-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। যত দিন যাইতেছে, সভ্যসমাজে লোকশিক্ষার উপযোগী নূতন নূতন পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা বাড়িতেছে। লাইব্রেরী দ্বারা শিক্ষাবিস্তার সহজে ও স্বল্পব্যয়ে সাধিত হয় বলিয়া এখন সকল সভ্যদেশেই লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি সেইরূপ শক্তি-প্রয়োগে লোক-শিক্ষার জন্য পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। কেহ গল্পের মধ্য দিয়া, কেহ বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় আবিষ্কারের পুস্তক সাহায্যে, কেহ ইতিহাস লিখিয়া দেশবাসীকে শিক্ষিত করিতে নানা বিষয়ের পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু সেই সকল পুস্তক যদি কেহ পাঠ না করেন, তাহা হইলে সেই গুলি প্রকাশ করিবার সার্থকতা কোথায়? শুনিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডে যত পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা অপেক্ষা ফ্রান্সে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা অনেক অধিক। Mr. H. G. Wells স্পষ্ট করিয়া তাঁহার "Anticipations"এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন—

"The number of books published in French is greater than that published in English."

প্যারিসের সাধারণ পাঠাগারের পুস্তক-সংখ্যা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইংলণ্ডের British Museumএর পুস্তক-সংগ্রহের বিবরণে দেখা যায়, তাহাদের পুস্তক প্রায় ৩১,০০,০০০ লক্ষ; কিন্তু প্যারিসের ন্যাসনাল লাইব্রেরীর পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সর্ব্বসমেত ৩৫,০০,০০০ লক্ষ হইবে।

কিন্তু কেবল পুস্তক-সংগ্রহেই লাইব্রেরীর সার্থকতা নয়। পুস্তকগুলি যে সাধারণকে পড়ানর প্রয়োজন, একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। কেন না, এই মূল-মন্ত্রের উপরই লাইব্রেরী-আন্দোলনের কার্য্য-পদ্ধতি নির্ভর করে। এই তথ্যটিই লাইব্রেরী-আন্দোলনের মেরুদণ্ড। আমেরিকা এই সত্য অনেক দিন হইতে আবিষ্কার করিয়াছে এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও কুবেরের ধন নিয়োগ করিয়াছে। আমেরিকান্‌রা ততটা ভাব-প্রবণ জাতি নয়, তাহারা কর্ম্মপ্রবণ; তাহারা যে সত্য একবার হৃদয়ঙ্গম করিবে তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িবে। বড় বড় ইমারত নির্ম্মাণ, কল-কারখানা চালান, চলচ্চিত্রের প্রসার, শিক্ষা-বিস্তার, লাইব্রেরী-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে আমেরিকান্‌দের নিকট অনেক দেশ এখন কিছু শিক্ষা করিতে পারে।

## পঠন ও পাঠন

লাইব্রেরী-আন্দোলনের প্রয়োজন—অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে পুস্তক পড়াইবার জন্য,—জন-সাধারণের মধ্যে পুস্তক-পাঠের নেশা জাগাইবার জন্য,—নানা-বিষয়ক পুস্তকের বহুল-প্রচারের জন্য। যে সকল পুস্তক সাধারণের প্রিয় নয়, অথচ যাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়

**শিক্ষাবিস্তার।**

জন-সমাজের চিন্তার প্রসার বাড়াইতে পারে অথবা লোকচরিত্র মার্জ্জিত করিতে পারে, তাহাদের প্রিয়তর করিয়া তোলা লাইব্রেরী আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান, ইতিহাস-কাহিনী, সমাজ-তত্ত্বের প্রতি সাধারণের মন আকৃষ্ট করা কর্ত্তব্য। যাহাতে পরম কৌতূহল-উদ্দীপক আবিষ্কারের কথা শুনিয়া বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়, নব নব বিস্ময়কর প্রক্রিয়ার সাহায্যে অন্যান্য সভ্য-সমাজের সঙ্গে এক-সাথে পা ফেলিয়া চলিতে আমাদের উৎসাহ বাড়ে, সেইজন্য লাই-ব্রেরী হইতে ঐ সকল বিষয়ের পুস্তক লইয়া পাঠ, আলো-চনা, সমালোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা উচিত। তবেই লাইব্রেরী-সঞ্চিত বিজ্ঞানের পুস্তকগুলির প্রতি লোকের আকর্ষণ বাড়িবে, ধূলিরাশির বিশাল চাপ হইতে ঐ সকল অমূল্য নিধি রক্ষা পাইবে। কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিৎ অধ্যাপককে আনিয়া পাঠাগারে দুই দণ্ড গল্প করিলেও অনেক জিনিস শিক্ষা করা যায়। তাহাতে পাঠাগারের সময় নষ্ট না হইয়া, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান অনেকটা বাড়িয়া যায়। অনেকের ধারণা—লাইব্রেরী বা পাঠাগার স্বয়ং-পাঠের আশ্রয়-স্থল। কিন্তু পঠন ও পাঠন ব্যতিরেকে জ্ঞান-বিস্তার যে অসম্ভব তাহা আমরা

যেন ভুলিয়া না যাই। পরস্পর আলোচনায় অনেক জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠে, মনের অর্গল খুলিয়া গিয়া আমাদের ধারণা স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পায়। এজন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে Lectureএর সহিত Seminarএর ব্যবস্থা থাকে। অনেক সময়ে Tutorial classএ যে বিষয় শিক্ষা করা যায়, Lecture Hallএ তাহা জানা যায় না। আলোচনা-সভা, Study Circle প্রভৃতি দ্বারা লোক-সমাজে জ্ঞান-বিস্তারের ব্যবস্থা সকল লাইব্রেরীরই করা প্রয়োজন। পাঠাগারে দুই ঘণ্টা আপন-মনে পুস্তক বা সংবাদপত্র পড়িয়া চলিয়া গেলে যে বিষয় শিক্ষা করা যায়, আধ ঘণ্টা কোন বিশেষজ্ঞের সহিত আলাপ করিলে, তাহার ফল অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। শিক্ষার বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হওয়াই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, যাহাতে শিক্ষনীয় বিষয় চিরস্থায়ীভাবে অন্তরে প্রবেশ করে বা জ্ঞাতব্য-তথ্য মনের ভিতরে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহার উপায় না করিলে চলিবে কেন? এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যে দিন কলিকাতা করপোরেশন, কলিকাতার সাধারণ পাঠাগারগুলিতে Extension Lecture বা Study Circleএর ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক (Compulsory) করিবার চেষ্টা করিবে।

## শিক্ষাবিস্তার।

### আলোক-চিত্র

বর্ত্তমানে আলোক-চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তারের রীতি সর্ব্বত্র প্রবলবেগে চলিতেছে। জার্ম্মেনী, রুশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, স্কুল ও কলেজে আলোক-চিত্রের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়। কঠোরভাবে পুস্তকের বিষয় গলাধঃকরণ বর্ত্তমান যুগে কেহই পছন্দ করেন না। যাহাতে সহজে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত হয়, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সকল দেশেই সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোটের উপর এখন বলা যাইতে পারে যে, রুশিয়ার শহরে ও গ্রামে এমন বিদ্যালয় নাই, যেখানে আলোক-চিত্রের বন্দোবস্ত করা হয় নাই। যে অক্লান্ত-ভাবে ও অদম্য চেষ্টায় রুশিয়াবাসী জন-সাধারণকে এখন শিক্ষিত করা হইতেছে, তাহার প্রগতি-পরিচয় বিস্ময়ের—প্রশংসার ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। বরোদার লাইব্রেরী-বিভাগের প্রভূত অর্থ গ্রামবাসীদিগকে ছায়াচিত্র দেখাইয়া শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয়িত হয়। শিশু-বিভাগ ও মহিলা-বিভাগে লাইব্রেরী-সচিব আলোক-চিত্রের যেরূপ বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অনেক দেশের আদর্শ-স্থল। আমাদের দেশে যেখানে শতকরা ৯৪ জন অশিক্ষিত,

সেখানে চিত্র-প্রদর্শন ভিন্ন মন আকর্ষণের উপযোগী উপাদান আর কি হইতে পারে? জ্ঞানের পিপাসা না জাগাইতে পারিলে জ্ঞানের বিস্তারের চেষ্টায় কোন লাভ নাই। সেই জন্য প্রত্যেক গ্রামে লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক লাইব্রেরীর একটী করিয়া ম্যাজিক লণ্ঠন ক্রয় করিয়া, গ্রামবাসীদের একত্র সমবেত করাইয়া, ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা ভিন্ন অজ্ঞতা-দূরের অন্য উপায় নাই। যাহার যেরূপ অবস্থা, অল্প অল্প করিয়া সকলের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমবেত চেষ্টায় যদি একটী ম্যাজিক লণ্ঠন ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে শত শত নরনারীর অজ্ঞান-আবরণ অচিরে ঘুচাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। লাইব্রেরী-আন্দোলন কেবলমাত্র এই কথাই প্রচার করিতে চায়, যে লাইব্রেরী-গৃহ পুস্তক-সরবরাহের নির্জীব গুদাম-ঘর নহে, ইহা শিক্ষা-বিস্তারের একটী জীবন্ত কারখানা। এই স্থান হইতে অনেক পুণ্যাত্মা লোক সৃষ্ট হইয়া লোক-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। এই পবিত্র জ্ঞান-মন্দির হইতে শত শত চিন্তাশীল যুবক নূতন তথ্য আহরণ করিয়া নিজের ও দশের কল্যাণ-সাধনের সুবিধা করিতে পারিবে।

শিক্ষাবিস্তার।

এই বিশাল শিক্ষা-কেন্দ্র হইতে কত শত মনীষী জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিয়া পর-হিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবেন। লাইব্রেরী একটী সজীব শিক্ষা-ভবন। যাহাতে সকলের মনে পাঠানুরাগ জাগে তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক লাইব্রেরীর প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারে এমন মধুচক্র গ্রন্থাগারিক রচনা করিয়া রাখিবেন যে তাহার রূপে, স্পর্শে ও গন্ধে মোহিত হইয়া জ্ঞান-পিপাসু শত সহস্র নরনারী সেইদিকে ছুটিয়া না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।

লাইব্রেরী আন্দোলনের উদ্দেশ্য—লাইব্রেরীগুলির অবস্থা উন্নত করিবার জন্য সমবেত ও চিরন্তন প্রচেষ্টা, যাহাতে কাহারও পাঠানুরাগ শিথিল হইয়া না পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, বিভিন্ন উপায়ে, জন-সাধারণের মনে জ্ঞান-পিপাসা জাগাইয়া তোলা। সকল সময়েই সতর্ক ও সজাগ থাকিয়া লোক-সমাজের মনের গতি পর্য্যালোচনা করার উপর লাইব্রেরী আন্দোলনের সার্থকতা ও সাফল্য নির্ভর করে। পুস্তক, সংবাদ-পত্র, সাময়িক-পত্র, চিত্র, পুরাতন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহের দ্বারা লাইব্রেরীর কলেবর-পুষ্টি যেমন প্রয়োজন, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপায়ে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করাও সেইরূপ প্রয়োজন।

## লাইব্রেরী আন্দোলন ও সংবাদ-পত্র।

সংবাদ-পত্র অনেক সময়ে সকল সমাজের সভ্যতার মাপ-কাঠি। সংবাদ-পত্রের কলেবরে জাতি-বিশেষের শিক্ষা ও সভ্যতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চ-শিক্ষা-বিস্তার, জ্ঞান-গবেষণার পরিসর-বৃদ্ধি, লোক-মত প্রচার,—জন শিক্ষার বাহনরূপে সংবাদ-পত্রকে অনেক কার্য্য করিতে হয়। নানা দেশ বিদেশের সংবাদ, অন্যান্য সভ্যজাতি কি কি উপায়ে উন্নতির চরম-শিখরে ক্রমে ক্রমে উঠিতেছে তাহার বিবরণ সংবাদ-পত্র দ্বারা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। সংবাদ-পত্র যে ভাবে জাতিকে জাগাইয়া তুলিবার শঙ্খ-নিনাদ করিতে পারে তাহা পুস্তকের সামর্থ্যে কুলায় না। সভ্যতার বীজ ছড়াইবার প্রধান উপাদান যে সংবাদ-পত্র তাহা আফগানিস্থান সম্প্রতি বুঝিতে শিখিয়াছিল। আফগানিস্থানে "সিরাজ-অল-আকবর" ভিন্ন অন্য কোন সংবাদ-পত্র ১৯১৯ সালে ছিল না, তাহাও পক্ষান্তে বাহির হইত। কিন্তু ১৯২৮ সালে ঐ দেশে ১৭ খানি সংবাদ-পত্র আফগানদের উন্নতিকামী হৃদয়ের পরিচয় দিতেছিল। ইতারা-ই-আফগান, আমান-ই-আফগান, মাজমুয়া-ই-আস্কার, মাজমুয়া-ই-সিবি, ইরলগ, ইস্তিকলাল, বেকার, করিয়াদ, হিকিকৎ, নওরোজ

প্রভৃতি নানাবিধ নাম ধারণ করিয়া সংবাদ-পত্রগুলি আফগানিস্থানবাসীর মনে জ্ঞানসঞ্চার করিতে ব্যাপৃত ছিল। প্রত্যেক লাইব্রেরী যদি সংবাদ-পত্র সংগ্রহ না করে, তাহা হইলে অন্যান্য সভা-সমাজের সহিত আমাদের সংযোগ-স্থাপন ত' দূরের কথা, বিদেশের কোন সংবাদই আমরা রাখিতে পারিব না। বিদেশের অপূর্ব্ব জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে স্বদেশবাসীকে বঞ্চিত না করিলে, লাইব্রেরী যে এক মহত্তর কর্ত্তব্য সাধন করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

* বিশ্ববাণী, মাঘ, ১৩৩৫।

# শিক্ষা-বিস্তারে লাইব্রেরীর স্থান।

পুস্তক-সমূহ যাঁহাদের নিকট লাইব্রেরীর আসবাব-পত্র বা সাজ-সরঞ্জাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাঁহারা লাইব্রেরীর বহির্ভাগের সংবাদ রাখেন মাত্র, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। লাইব্রেরীর প্রাণের পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, পুস্তকগুলি লাইব্রেরীর বাহিরের আবরণ নয়, বুকের অস্থি-পঞ্জর। শোভা-সম্পদ, বসন-ভূষণ, সাজ-সরঞ্জাম না হইলে মানব-দেহ বাঁচিতে পারে, কিন্তু শ্বাসযন্ত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বন্ধ করিলে, দেহ বিকল, অকর্ম্মণ্য, অনাবশ্যক হইয়া যায়। সেইরূপ শিক্ষা-বিস্তারের কার্য্যও স্থগিত হইয়া গেলে, লাইব্রেরী অচল, অর্থহীন, অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়ে।

বুকের অস্থি-পঞ্জর রূপে যেখানে পুস্তকগুলি দাঁড়াইয়া থাকে, সেইখানে উচিতমত যত্ন ব্যতিরেকে লাইব্রেরী-দেহের যেমন সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তন্মধ্যবর্ত্তী শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থারূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে, লাইব্রেরী-জীবনে ধ্বংসের সূত্রপাত তেমনই অনিবার্য্য। পুস্তকের সংখ্যা-বৃদ্ধি যেমন লাইব্রেরিয়ানের দেখিবার বিষয়, পুস্তকগুলি যথার্থ ব্যবহার করা হইতেছে

কি না সে বিষয়েও মনঃসংযোগ সেইরূপ অধিক প্রয়োজন। পাহাড়-পর্ব্বতের স্তূপের ন্যায় অথবা অজগর সর্পের মত বিশাল আয়তনের সার্থকতা সেইখানেই, যেখানে উহাদের কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়, নতুবা উহারা পৃথিবীর অনেকটা স্থান দখল করিবার আনন্দে বা নিজেদের ভার অযথা বহন করিবার কষ্টে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়।

## পাঠানুরাগ

সাধারণের পাঠানুরাগের উপর লাইব্রেরীর উন্নতির ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। যে লাইব্রেরী যে পরিমাণে পাঠক-বর্গের মন আকর্ষণ করিতে পারে, সেই পরিমাণে তাহার কৃতিত্ব। পাঠক-পাঠিকা লাইব্রেরীর মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে, সেইখানে কর্ম্মকুশল সচিবেরা নিয়ত লাইব্রেরীর উপকার ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্য চিন্তা করেন। সংসারে একই ভাবের ভাবুক অতি বিরল। কেহ ইতিহাস ভালবাসেন, কেহ গল্প ভালবাসেন, কাব্যে কাহারও আসক্তি, নাটকে কাহারাও মন মজে, গানে কেহ অধিক আমোদ পান, সাহিত্য আলোচনা কাহারও বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। আবার দেখা যায়, কেহ সংবাদ-পত্র অতি

মনোযোগসহকারে পাঠ করেন। বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার বা বিজ্ঞান-সম্মত নূতন ধরণের ও নিত্য-প্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিষ-পত্রের প্রচলন-কাহিনী কেহ গভীর উৎসাহের সহিত অবধারণ করেন। মনের গতি কখন্ কোন দিকে যায়, তাহা মনের মালিক অনেক সময়ে পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারেন না। কোন্ জিনিষ বা কোন বিষয় কখন্ হৃদয়-গ্রাহী হইয়া উঠিবে, তাহা মনো-জগতের দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের সচরাচর বুঝিতে পারা সুকঠিন। তাই গ্রন্থালয়-সচিবের কর্ত্তব্য—নানা বিষয়ের পুস্তকাদি সংগ্রহের দ্বারা সাধারণের নিত্য-চঞ্চল মনের জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখা। এদেশে বিরল হইলেও আমেরিকা, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যে গ্রন্থালয়-গৃহ পরিশোভিত থাকে। নানা মনোমুগ্ধকর চিত্রের পরিকল্পনায় এবং হৃদয়-গ্রাহী বিষয়ের উপাদানে লাইব্রেরী-গৃহ সুসজ্জিত থাকে বলিয়া জনসাধারণ গ্রন্থালয়ের মোহে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, গ্রন্থালয়কে একটি নেশার জিনিষ করিয়া না তুলিতে পারিলে, লাইব্রেরীর সার্থকতা অল্প, পাঠকের শিক্ষালাভের সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত।

## লাইব্রেরী মিউজিয়ম

প্রত্যেক লাইব্রেরীর সহিত একটি মিউজিয়ম রাখা উচিত। জেলা-লাইব্রেরীতে জেলার সমগ্র দর্শনীয় ও চিত্তাকর্ষক স্থানের চিত্র সংগৃহীত রাখা প্রয়োজন। জেলার মানচিত্র প্রত্যেকের হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য জেলার প্রতিকৃতি লাইব্রেরীর শোভা-বৃদ্ধির প্রথম উপাদান হওয়া আবশ্যক। আমাদের প্রয়োজন অনেক সময় অর্দ্ধেক শোভা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। শিক্ষাবিস্তারে যে সকল চিত্র অধিক কার্য্যকরী সেইগুলিই গ্রন্থালয়-গৃহের শোভার আস্পদ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর বা গ্রাম-সমূহ, তথাকার প্রাচীন অট্টালিকা, মন্দির, জলাশয়, বিদ্যালয়, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাস্তু-ভিটা প্রভৃতির চিত্র গ্রন্থালয়ের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলে একসঙ্গে অনেক-গুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া যায়। ইহা ভিন্ন জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য বা পণ্য-দ্রব্য অথবা উৎপন্ন বা খনিজ পদার্থ সমূহের প্রতি আসক্তি জন্মাইবার জন্য নানারূপ চিত্র, প্রতিলিপি, Chart, Map প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া গৃহ-প্রাচীর অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি যে লাইব্রেরী-গৃহের শ্রেষ্ঠ আসবাব তাহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের চিত্রাবলী, যুগ-প্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মচিন্তাশীল মহাপুরুষগণের মূর্ত্তি অথবা শিক্ষাপ্রচারক ও প্রসিদ্ধ মনীষিগণের আলেখ্য—ঐ সকল লোকের সহিত সাধারণের সংযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলে। মহাত্মা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইয়া যায়—তাঁহাদের চিত্রের প্রভাবে। পুস্তকপাঠে গভীর জ্ঞানরাশির আস্বাদে মহাপুরুষগণের যে ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাঁহাদের মূর্ত্তি চিত্রাকারে দেখিতে পাইলে, তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই জন্য কি ইতিহাস, কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি জীবনী, সকল বিষয়ের অধ্যাপনার সময় চিত্র-সংযোগে বুঝাইবার রীতি অন্যান্য সভ্যদেশের শিক্ষা-মন্দিরে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকের মাত্র সংখ্যাবৃদ্ধি কোন লাইব্রেরীর উন্নতির পরিচায়ক নহে। যে লাইব্রেরীর পুস্তক অধিকসংখ্যক লোক পাঠ করে, সেই লাইব্রেরীই শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন বলিতে

পারা যায়। লাইব্রেরীর সার্থকতা শিক্ষা-বিস্তারে— পুস্তক-সংগ্রহে নহে। পুস্তকের ভাগাড় আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে, প্রাণের স্পন্দন নিরূপণ করিবে কি প্রকারে? জনসাধারণের পাঠানুরাগ-বৃদ্ধি অথবা পাঠকের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেই প্রকৃতপক্ষে লাইব্রেরীর শ্রীবৃদ্ধি নিরূপিত হয়। এইজন্য যে লাইব্রেরীতে পাঠকের সংখ্যা যত অধিক, সেই লাইব্রেরী শিক্ষিত-সমাজে তত আদরণীয়।

## আমেরিকার লাইব্রেরী

লাইব্রেরীর মধ্য দিয়া দেশবাসীর গৃহে গৃহে শিক্ষার-বারতা পৌঁছাইয়া দিতে হয়। তাই আমেরিকান্‌রা নানা-বিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া লাইব্রেরীকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতেছেন। সে দেশে Travelling Library বা চলন্ত গ্রন্থালয়ের সাহায্যে সুদূর গ্রামের মধ্যে পুস্তক সরবরাহ করিয়া গ্রামবাসীর ও সহরবাসীর মন একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হয়। নগরে লোকসংখ্যা অধিক, লাইব্রেরীর সংখ্যা অধিক, সুবিধা বন্দোবস্ত সকলই অধিক। সেইজন্য দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে জ্ঞানের আলোক জ্বালাইতে তাঁহারা অধিকতর প্রয়াসী। কোথাও চিত্রের

সাহায্যে, কোথাও আলোক-চিত্র দেখাইয়া, কোথাও বা চলচ্চিত্রের আকর্ষণে গ্রামবাসীর প্রাণে জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগাইতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। দুঃস্থ-ব্যক্তিকে তাঁহারা সম্মান করিতে জানেন; অন্ধ, খঞ্জ, আতুর লোকসমূহের জন্য তাঁহাদের চিত্ত সতত আর্দ্র। তাই গণতন্ত্রের এই বিশাল সাম্রাজ্যে কোথাও এমন লাইব্রেরী দেখা যায় না, যাহাতে ঈদৃশ ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন আয়োজনের ব্যবস্থা নাই। অন্ধের জন্য উপযোগী লাইব্রেরী ও শিশুদের জন্য তরুণ লাইব্রেরী অনেক লাইব্রেরীর অপরিহার্য্য শাখা। শিক্ষা-বিস্তারের সহজ ও সুগম পন্থা বলিয়া দানবীর কার্ণেগী কুবেরের ঐশ্বর্য্য দান করিয়া গিয়াছেন—কেবলমাত্র লাইব্রেরী প্রতিপালনের জন্য। শুনা যায়, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একমাত্র ক্যানসাস্ ষ্টেটে (Kansas State) আটটির অধিক লাইব্রেরী কার্ণেগীর ফাণ্ডের দ্বারা পরিপুষ্ট। এইরূপ কেন্টাকিতে (Kentucky) পাঁচটী, আইওয়াতে (Iowa) ছয়টী, মিশিগানে দশটী, ইণ্ডিয়ানায় ১১টী, জর্জ্জিয়ায় ১৫টী। এইরূপ কতশত লাইব্রেরী মহাত্মা কার্ণেগীর নিকট ঋণী তাহা ধারণার অতীত।

## ব্রতীর (Missionary) আবশ্যক

লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষাপ্রচার হইয়া থাকে নানা উপায়ে। সুদক্ষ কথাশিল্পী তাঁহার মনোহারী উপাখ্যানের মধ্য দিয়া, ভাব-রসিক ঔপন্যাসিক তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্র-সৃষ্টি দ্বারা, কল্পনা-কুশলা কবি তাঁহার কল্পনা-কুসুমের মালা গাঁথিয়া, চিন্তাশীল দার্শনিক তাঁহার চিন্তা-শক্তির দ্বারা জনসাধারণের মন শিক্ষিত করিয়া থাকেন। একাধারে বহুসংখ্যক চিন্তার ফল অন্য কুত্রাপি ভোগ করা যায় না। লাইব্রেরী যেন চিন্তার নন্দন-কানন, ভাবের অফুরন্ত প্রস্রবণ, জ্ঞানরত্নের অমূল্য খনি। সকলকে সমানভাবে উপভোগের অধিকার হইতে যাঁহারা বঞ্চিত করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত গ্রন্থাগারিক, দেশ-হিতৈষী জন-শিক্ষক। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ব্যবস্থা লাইব্রেরীতে না থাকিলে উহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভোগে লাগিবে না। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার লোকের উপকারে লাগে, চিন্তাশীল ব্যক্তির বহু-পরিশ্রমের ফলগুলি সেইরূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে আলোচনা-সভা, বক্তৃতাবলীর প্রবর্ত্তন ও সভা-সমিতির ব্যবস্থা দ্বারা ঐগুলি আপামর-সাধারণের করায়ত্ত করান কর্ত্তব্য, নতুবা ভাব ও চিন্তার

ধারা বিস্মৃতির বিশুষ্ক মরুপথে কোথায় হারাইয়া যাইবে, কেহই তাহার সংবাদ রাখিবে না। আলোচনা দ্বারা এক একজন গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে বিভিন্ন বিষয়ের সারাংশ সহজবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে সকলের প্রাণে সেই সকল ভাব ও জ্ঞানরাশি বহুদিন ধরিয়া বিরাজ করিবে। বিদ্বন্মণ্ডলীর গবেষণা সাধারণের যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার চেষ্টা করিবার জন্য একদল বক্তার আবশ্যক ; তাঁহারা গল্প করিয়া কথোপকথনের ছলে লাইব্রেরী-জাত অশেষ জ্ঞানভাণ্ডার গ্রামের ভিতর উন্মুক্ত করিয়া দিবেন, যাহাতে শিশু, বালক, কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ়, যুবা,—আবার কিশোরী, যুবতী, প্রবীণা, এমন কি বৃদ্ধ, বৃদ্ধা,—সকলেই সমানভাবে সেই অমূল্য রত্নরাজির মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া নিজে ধন্য হইতে পারে এবং অপরাপর সকলের হৃদয়ও উন্নত করিয়া তুলিতে পারে।*

*বেতারে প্রেরিত ও "বিশ্ববাণী"তে (পৌষ ১৩৩৫) প্রকাশিত

# শিক্ষা-বিস্তার ও লাইব্রেরী

আমরা যদি মানুষ হইতে চাই, অন্যান্য সভ্য-সমাজের পার্শ্বে যদি আমাদের এতটুকু স্থান থাকিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার যথোচিত বিস্তার ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই। মানসিক উন্নতি ও চরিত্র-বল, শিক্ষা ব্যতিরেকে, লাভ করিতে পারা যায় না। ব্যাধির প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এবং মৃত্যুর নির্ম্মম হস্ত হইতে আপনাকে দূরে রাখিতেও শিক্ষার প্রয়োজন। অজ্ঞানের অন্ধ-তমসা দূর না করিলে, চেতনার আলোকে মন প্রাণ সঞ্জীব হইয়া উঠিতে পারে না। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন, মনুষ্যপদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা, দুঃখদারিদ্র্য দূর করিবার কৌশল— সকলই জ্ঞানলাভের উপর নির্ভর করে। যাহারা অগাধ জলে ডুবিতেছে, তাহাদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয় সকলের, কিন্তু যাহারা ডুবিতেছে অথচ জানে না যে তাহারা কিরূপ বিপন্ন, ঈদৃশ ব্যক্তির দুরবস্থা দেখিয়া অতি-বড় পাষণ্ডেরও চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। আমরা শিক্ষার অভাবে বুঝিতেই পারিতেছি না যে আমরা কিরূপ বিপন্ন—অগাধ জল-তরঙ্গে আবার আমরা ভাসিয়া

উঠিবার ক্ষমতা পাইব কি না। একটা দৃষ্টান্ত হইতে অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। বিলাতে (United Kingdom) যক্ষ্মা-কাশের হাসপাতাল আছে অন্যূন ৪০টি, আর ভারতবর্ষে— যেখানে ঐ রোগ দিন দিন প্রবল বেগে বৰ্দ্ধিত হইতেছে, এবং যে দেশ বিলাত হইতে প্রায় ১৫ গুণ বড়, সেখানে যক্ষ্মারোগীর হাসপাতাল মাত্র ১২টি! ইহা উদাসীনতার চরম উদাহরণ নহে কি?

শিক্ষার অভাবে সমাজ-দেহে নানা প্রকার ব্যাধি জন্মায় এবং তাহার জন্য সমাজ ক্রমশঃ পঙ্গু ও ভগ্ন-দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা দেশে সাড়ে ৪ কোটির উপর লোকের বাস। তাহার মধ্যে আদম-সুমারীর সময় দেখা গিয়াছে, দেড় লক্ষ বাঙ্গালী নিষ্কৰ্ম্মা বা পরমুখাপেক্ষী (vagrant and beggar); সামান্য শিক্ষা যদি তাহাদের দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহার ফলে তাহারা কোন না কোন উপায়ে জীবিকা উপাৰ্জ্জন করিতে পারিত, এবং সমাজের অন্যান্য অৰ্দ্ধভুক্ত ও অসচ্ছল অবস্থার ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভর করিয়া থাকিত না। ইহা ব্যতীত রুগ্ন ও অসজ্জীবিকা-অবলম্বনকারী লোকেরও সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

অবস্থার উন্নতি-বিধান যেরূপ স্বাভাবিক, মানব চরিত্রের স্ফূরণও সেইরূপ সুকর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষার প্রসার-লাভ আমাদের দেশে এত অল্প পরিমাণে হইতেছে, যে অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে, লজ্জায় আমাদের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। ১৯২১ সালের বিবরণীতে দেখা যায় ইংলণ্ডে শতকরা ৯৩ জন লোক শিক্ষিত, আমেরিকায় ৯৫ জন শিক্ষিত; সভা-সমাজের তরুণদল জাপানীদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন শিক্ষিত পাওয়া যায়। আর বলিতে লজ্জা হয়, প্রায় ৩২ কোটি লোকের বাস যেখানে, এই সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতভূমিতে শতকরা ৭ জন লোকও শিক্ষিত কিনা সন্দেহ।

বন্ধুগণ,

উপদেশ দিবার আমার অধিকার নাই। তবে ভারতের নানা প্রদেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা, পুস্তক-পাঠ ও চিন্তার ফলে যে সকল জ্ঞান আহরণ করিয়াছি, তাহার উপর ভরসা করিয়া পল্লীসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

(১) পারিবারিক সামান্য সুবিধা বা স্বার্থের অনুরোধে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করিলে, পল্লীর শ্রী বিনষ্ট হইতে অধিক সময় লাগে না।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষা পল্লীবাসীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যতিরেকে মানসিক উন্নতি-সাধন অসম্ভব। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসস্থান পরিষ্কার রাখিলে পল্লীর সংস্কার সহজেই হয়।

(৩) শিক্ষা-বিস্তারের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ সংবাদ-পত্রের প্রচলন। যে দেশে নানা প্রকার সংবাদপত্রের বহুল-প্রচলন দেখা যায়, সে দেশের জাতীয় উন্নতি অচিরে সাধিত হইয়া থাকে। জাপানে কুলি, মজুর প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাও সংবাদপত্র পড়িয়া থাকে। এদেশে দেখা যায়, এখন অনেক কলেজে ক্রমশঃ সংবাদপত্র স্থান পাইতেছে। বাঙ্গালার অমর কবি হেমচন্দ্র জাপানকে অসভ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন—

সংবাদপত্র।

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান" ইত্যাদি,

বর্ত্তমান সময়ে সেই "অসভ্য" জাপান, কত অল্পদিনের মধ্যে সুসভ্য হইয়া, জগতের সভ্যতম জাতিদের পার্শ্বে বসিয়া সমানে তাহাদের সহিত পাল্লা দিতেছে! ইহা দেখিয়াও কি আমাদের চক্ষু খুলিবে না?

(৪) লাইব্রেরী বা পাঠাগারের উন্নতিবিধান দেশের সমৃদ্ধিশালিতার পরিচায়ক। অর্থ মানবকে শ্রেষ্ঠ আসন

লাইব্রেরী

দেয় না, দেয়—জ্ঞান। যদি দিত, তাহা হইলে আমরা লৌহের সিন্দুক বা সুবর্ণের খনিকে সম্মান দেখাইতে অভ্যস্ত থাকিতাম। জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন ব্যতীত কোন দেশ, কোন জাতি বড় হইতে পারে না। জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়, মানুষ মানুষ হইতে শিখে। সেই জন্য বর্ত্তমান যুগে পাঠাগারগুলির শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের প্রয়াস প্রত্যেক সভ্যদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জানা উচিত :—(ক) আমেরিকায় অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে পুস্তক সরবরাহ করা হয়। (খ) বরোদা মহারাজের রাজত্বে লাইব্রেরী আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট টাকা ব্যয় করা হয়। পাঠাগারগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য মহারাজ প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া তথায় চিত্র, পুস্তক, হস্তলিপি, উপদেশ-বচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত করিবার জন্য তথাকার প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে পুস্তকের বাক্স প্রেরণ করিবার রীতি আছে। চলন্ত লাইব্রেরী (Travelling

Library)র সাহায্যে জ্ঞান-বিতরণ মহারাজের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। (গ) স্পেন দেশের রাজধানী ম্যাড্রিড সহরে সাধারণ উদ্যানে পাঠ করিবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে। (ঘ) আমাদের দেশের মহীশূর রাজ্যে পাঠাগারগুলির ব্যবস্থা অতি চিত্তপ্রদ ও হিতকর। (বাঙ্গালোরে দেখিয়াছি, সাধারণ পাঠাগারে নানা প্রকার বিভাগ করিয়া জ্ঞান-চর্চ্চার যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।। নারীদের জন্য, বালক-বালিকাদের জন্য, গবেষণা করিবার জন্য—ভিন্ন ভিন্ন বন্দোবস্ত প্রকৃতপক্ষে সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে।

বাঙ্গালা দেশের সাধারণ পাঠাগারগুলির অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আসে। এখনও যে তাহাদের অবস্থা ফিরান অসম্ভব, তাহা নয়। যাহাতে পাঠাগারগুলির প্রতি জনসাধারণের মন আকৃষ্ট হয়, সেই জন্য পাঠাগারে মধ্যে মধ্যে ছুটির দিন

লাইব্রেরীর উন্নতি

(১) সাহিত্যিক বৈঠক অথবা

(২) সুললিত সঙ্গীতের আসর বসাইলে মন্দ হয় না।

(৩) কবিতা-আবৃত্তি শিক্ষা ও তজ্জন্য প্রতিযোগিতা সাধারণের পক্ষে হিতকর।

(৪) সাহিত্য-চর্চ্চা এবং রচনার (গদ্য বা পদ্য) জন্য প্রতিযোগিতা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা বর্দ্ধিত করে।

(৫) কথকতা বা রামায়ণ-গান অধুনা লোপ পাইতে বসিয়াছে। পল্লীগ্রামে পাঠাগার-কক্ষে বা তৎসংলগ্ন কোন মণ্ডপে পাঠাগারের কর্তৃপক্ষগণ উহার পুনঃ-প্রচলনে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন। উহার ফলে পাঠাগারের প্রতি অনেকের আসক্তি বাড়িতে পারে এবং ধীরে ধীরে পাঠাগারে লোক-সমাগম বর্দ্ধিত হওয়াও স্বাভাবিক।

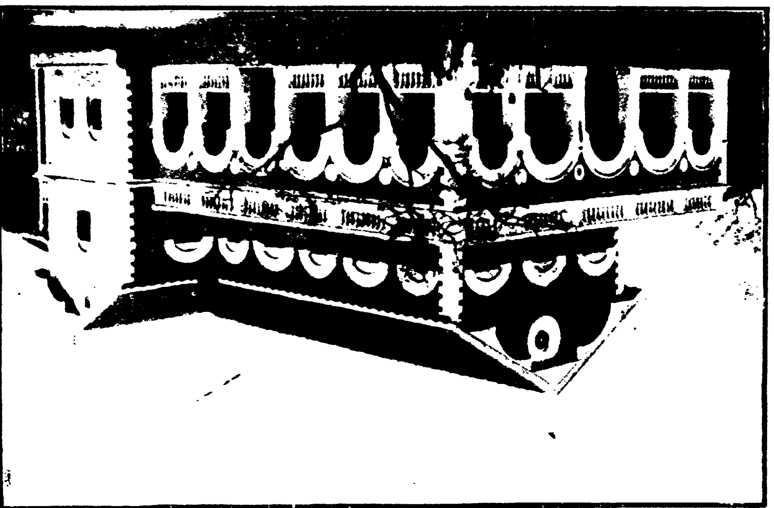
(৬) রাত্রে পাঠাগার-গৃহে বা তৎসংলগ্ন অন্য কোন স্থানে নৈশ-বিদ্যালয়ের সাহায্যে গ্রামবাসীদের ভিতর জ্ঞান-বিস্তারের ব্যবস্থা করা অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে সকলের উৎসাহদান আবশ্যক।*

---

* হুগলী জেলায় রাজবলহাটে হেমচন্দ্র-স্মৃতি-পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। (২৪।৪।১৯২৭)

# বরোদায় লাইব্রেরী আন্দোলন।

যখন আমরা দেখি যে, ভারতবর্ষের ১৬ কোটী ৩৯ লক্ষ পুরুষের মধ্যে মাত্র ১ কোটী ৯৭ লক্ষ পুরুষ লিখিতে পড়িতে জানে, তখন আমরা আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠি। আবার যখন দেখি ১৫ কোটী নারীর মধ্যে মাত্র ২৩ লক্ষ নারী লিখিতে পড়িতে জানে, তখন লজ্জায় আমাদের মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া আসে। যাঁহাদের হাতে সন্তান মানুষ করার ভার, যাঁহারা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার মনের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি অধিক পরিমাণে নিরক্ষর নারী দেখা যায়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কোনই সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। যে জাতি অজ্ঞানতার সহিত যে পরিমাণে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, সে জাতি তত উন্নত বলিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও বরোদা এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগামী। ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-সরকার লোকশিক্ষা-প্রচার-কল্পে যেরূপ যত্নবান তাহা অতীব প্রশংসার্হ। বরোদা-মহারাজ জনশিক্ষার বিস্তারের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া



থাকেন। বিদ্যালয়, পাঠশালা প্রভৃতি বিদ্যা-পীঠের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে লাইব্রেরী-সাহায্যে শিক্ষা-প্রচারের যথেষ্ট উপায় বরোদায় অবলম্বিত হইয়াছে।

## সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী

যদিও বরোদা-রাজ্যের অধিকাংশ লোক গুজরাটী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, বরোদা সহরে কিন্তু অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদের মাতৃভাষা মারাঠী। ব্যবসা-বাণিজ্য হেতু অথবা বহুদিন যাবৎ বসবাসের জন্য, মারাঠী-ভাষাবিৎ ব্যক্তির সংখ্যা বরোদায় নিতান্ত বিরল নহে। সেই জন্য বরোদা সহরে যে প্রসিদ্ধ সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী আছে, তাহাতে সর্ব্ববিধ ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিতে হয় এবং মারাঠী পুস্তকও যথেস্ট পরিমাণে তথায় সরবরাহ হইয়া থাকে। কর্ম্মস্থলে যেমন সকল প্রকার লোকের সমাগম হয়, পল্লীমধ্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র যেখানে, সেখানে নানা সম্প্রদায়ের লোককে যাতায়াত করিতে হয়; সেইজন্য বিভিন্ন ভাষার মিলন-ক্ষেত্র দেখিতে হইলে ব্যবসা-কেন্দ্রে যাওয়াই প্রশস্ত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, "রেঙ্গুনে গেলে

মনে হয় না যে আমরা ব্রহ্মদেশে এসেছি। সে সহরটিতে বিভিন্ন জাতির এরূপ সমাবেশ যে, ব্রহ্মদেশবাসী খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ একটু কষ্ট পেতে হয়।" সেই জন্য বরোদার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে এমন পুস্তক যথেষ্ট পরিমাণে রাখা হয়, যাহা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। ইংরাজী, উর্দ্দূ, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি সকল ভাষার বই-ই তথায় পাওয়া যায়। পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থার গুণে এবং পুস্তক-প্রচারের সুদৃঢ় প্রচেষ্টার ফলে ঐ লাইব্রেরীতে পাঠক-পাঠিকার সমাগমও যথেষ্ট। পাঠকবর্গ যে সকল পুস্তক ঐ লাইব্রেরী হইতে প্রতিবৎসর পাঠ করেন, তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ২৯·৬ ইংরাজী, ২৭·৯ মারাঠী, ৪·৬ হিন্দী ও উর্দ্দূ এবং ৩৭·৯ খানি পুস্তক গুজরাটী।

জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পাঠক-পাঠিকা ঐ লাইব্রেরী হইতে বিস্তর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া লয়। যাহাতে অধিক লোক-সমাগম হয়, লাইব্রেরী-সচিব সেজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নানাপ্রকার সাজ-সরঞ্জামে লাইব্রেরী-গৃহ সুসজ্জিত করিয়া রাখেন।

লাইব্রেরীতে যাহাতে পাঠকের কোনরূপ স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয়, যাহাতে পাঠকের সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত

না ঘটে, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই সজাগ এবং প্রভূত অর্থব্যয়ে লাইব্রেরীর পারিপাট্য-বিধানে যত্নবান।

## লাইব্রেরী-বিভাগ

বরোদার শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াসী মহারাজের রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ ২৬ হাজার। তাঁহার শিক্ষা-প্রবর্ত্তন নীতি এরূপ কার্য্যকরী যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ ৯০ হাজার লোক বর্ত্তমানে লাইব্রেরী ও পাঠাগার হইতে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া থাকে। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে —যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। যাহাতে জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়া সকলে সুখে—স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রাজ্যমধ্যে অনেক আধুনিক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষার রাজকীয় বিভাগ ব্যতীত তাঁহার রাজ-সরকারে একটি লাইব্রেরী-বিভাগ খুলিয়া তিনি প্রজাগণের মনে জ্ঞানের আলোক জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন দেশ হইতে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া, লাইব্রেরী আন্দোলনের প্রচার বরোদায় যেরূপ দেখা যায়, এরূপ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। সেণ্ট্রাল

লাইব্রেরী ও লাইব্রেরী-বিভাগ হইতে পুস্তকাদি গ্রামে গ্রামে সরবরাহ করিবার রীতি অতিশয় চমকপ্রদ। বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক বিভিন্ন ভাবে সংগ্রহ করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হয়। একখানি বাক্সের পুস্তক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর গ্রামান্তরে যখন নীত হইল, তখন দেখা গেল, আর একটি বাক্স আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করিয়াছে। এইরূপে রাজসরকার গ্রামের জন-সাধারণকে সহরের সহিত সন্নিবদ্ধ করিয়া গ্রামবাসীর মনে সভ্যতার আলোক সঞ্চালিত করিতেছেন। দেশ-বিদেশের কাহিনী শুনিয়া, বর্ত্তমান সভ্যতার অলৌকিক ব্যাপারের পরিচয় পাইয়া, অন্যান্য শিক্ষিত জাতির সুখশান্তির ছবি দেখিয়া, পল্লীবাসীর মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দের বসন্ত-হিল্লোল বহিয়া যায়, তাহাতে তাহারা নবরসে আপ্লুত হইয়া, আশা ও উৎসাহের ভরে, উন্নতির বাস্তব-জগতে ছুটিতে চায়।

বরোদায় সর্ব্বসমেত ৪৪টি লাইব্রেরী আছে; এগুলি সহরবাসীর মনে শিক্ষার বীজ বপন করিবার জন্য সর্ব্বদাই জাগ্রত। ইহাতে দেখা গিয়াছে, প্রায় ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার লোক পড়া-শুনা করিয়া মানসিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। আমাদের মত অবগুণ্ঠনের প্রথা ঐ দেশে না থাকায়—স্বাচ্ছন্দ্য-বিহারিণী রমণীরা নিত্য যাওয়া-আসা

করিয়া লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন মহিলা-বিভাগে বরোদা রাজ-সরকার যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া মহিলা-সাহিত্য-প্রচারের ব্যবস্থা করিতেছেন। যখন যাহার যে পুস্তক প্রয়োজন, রমণীগণ সে পুস্তক লাইব্রেরীতে পান বলিয়া, সকলেরই মনে লাইব্রেরীতে যাওয়ার একটা স্পৃহা আপনা হইতেই জন্মিয়া গিয়াছে। তথায় বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক যেরূপ সংগৃহীত থাকে, বালক-বালিকাদের জন্য ছবি, গল্পের বই, খেলানা, মান-চিত্র প্রভৃতিও সেইরূপ লাইব্রেরী-গৃহে সজ্জিত রাখা হয়।

জননীর সাহচর্য্য অনেক শিশু ত্যাগ করিতে পারে না জানিয়া, লাইব্রেরী-সচিব শিশুতোষ পুস্তক, চিত্রাদি অনেক প্রকারে সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন বিশ্রাম-আগার, পাঠাগার, বক্তৃতা-গৃহ—অনেক লাইব্রেরীতে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন উপায়ে জন-সাধারণের চিত্ত হরণ করিতে পারে বলিয়া, বরোদার লাইব্রেরীগুলিতে জন-সমাগমের অভাব হয় না। আলোক-চিত্র সাহায্যে বক্তৃতা, ছায়া-চিত্রের প্রদর্শন প্রায়ই মহিলা-লাইব্রেরীগুলিতে হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে বালক-বালিকাদের জন্য ছায়াচিত্র প্রদর্শন লাইব্রেরী বিভাগের একটি অবশ্য-

করণীয় কাজ। এই জন্য আপামর জন-সাধারণের নিকট লাইব্রেরী একটি আদরের বস্তু—আরামের স্থান।

## পল্লী লাইব্রেরী।

সহরে নানা প্রকার আকর্ষণের সামগ্রী আছে বলিয়া, লোকশিক্ষার আয়োজনও সহরে যথেষ্ট। কিন্তু গ্রাম-বাসীর জন্য যাঁহারা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ দেশভক্ত। বরোদা রাজ্যে, ৬৫৫টি গ্রামে লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা-প্রচারের ব্যবস্থা আছে। তাহার ফলে প্রায় ৮ লক্ষ লোক পুস্তকাদি পড়িয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। লোক-শিক্ষার হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, বরোদায় শতকরা ৫০·৬৫ পল্লীবাসী লাইব্রেরী হইতে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া তাহাদের অবসর-সময় অতিবাহিত করে। গ্রামবাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ নির্ভর করে। সাধারণতঃ পল্লীবাসীদের সংখ্যার অনুপাতে সকল দেশে সহর-বাসীর সংখ্যা অল্প। তবে কতিপয় শ্রমিক-প্রধান (manufacturing town) সহরে লোকসংখ্যা অধিক দেখা যায়। সকল দেশেই পল্লীবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের রীতি নীতি অনুসারে তাহাদের অভাব

অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা নিরূপিত হয়। যাহার মানসিক উন্নতি-সাধন সহজসাধ্য নয়, তাহার শিক্ষা-রীতি, তীক্ষ্ণ-মেধা অথবা সুচতুর ব্যক্তির পঠন-ব্যবস্থা হইতে, স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য শিক্ষিত-সমাজে মানসিক উন্নতির পরিমাণ বুঝিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিপুল লোকারণ্য বশতঃ যে দেশ ঐশ্বর্য্যবান, সে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প হইলে সমাজ-গঠন সুকর হইয়া উঠে না। বরোদা রাজ্যের লোকসংখ্যা ২১ লক্ষ ২৬ হাজার হইলেও, বরোদা জেলার লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ ৭৫ হাজারের কম হইবে না। কাদি জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—প্রায় ৯ লক্ষ। ইহা ভিন্ন নাভসারিতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ, আমরেলিতে প্রায় দেড় লক্ষ, এবং ওখমণ্ডলে প্রায়ে সাড়ে ২৫ হাজার লোকের বসতি।* লাইব্রেরী-কার্য্যে যাঁহারা সুদক্ষ, তাঁহারা যে যে স্থানে শিক্ষা-প্রচারের অধিক প্রয়োজন, সেই সেই স্থানে প্রচার-কার্য্য অধিকতর যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, লাইব্রেরীর দ্বারা চরিত্র-গঠন হইতে পারে, জনমত সুদৃঢ় হইতে পারে। "লোকোত্তর-চরিত"দের কাহিনী পড়াইয়া দেশবাসীকে নির্ভীক,

*Baroda Administration Report (Census 1921.)

সুসংগঠিত, বীর্যবান ও কর্ম্মবীর করিয়া তুলিতে লাইব্রেরী অদ্বিতীয়।

বিগত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার মহামহিম মহারাজ সায়াজি রাও একটি সভায় বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়াছিলেন :—

"The Library should not limit its benefits to the few English-knowing readers, but should see to its good work permeate through to the many. Vernacular Libraries should be encouraged, and with this in mind I have caused the establishment of small Vernacular Libraries throughout the villages of the State."

বিদ্যাচর্চ্চার উদ্দেশ্যে বিদ্যোৎসাহী গায়কবাড় যে বারতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পল্লীবাসীদিগকে জ্ঞান-আহরণে সাহায্য করিবার জন্য পল্লী-লাইব্রেরী, চলন্ত-লাইব্রেরী, আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা—প্রভৃতির বিশেষ বন্দোবস্ত তিনি গ্রামে গ্রামে করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে যে সকল লাইব্রেরীতে রাজসরকার হইতে অর্থ-সাহায্য করা হয়, সেইগুলির প্রতিপালন

ব্যবস্থা প্রায়ই হৃদয়-গ্রাহী। অতি সুরম্য স্থানে লাইব্রেরী-গুলি স্থাপিত হইলে, উহারা অনেক পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে বলিয়া বরোদার লাইব্রেরীগুলির অধিকাংশ সুদৃশ্য ভবনে প্রতিষ্ঠিত। সেই সকল লাইব্রেরী পরিচালনের জন্য রাজকোষ হইতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হয়। কিরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করা হইবে, তাহাও পূর্ব্ব হইতে নিরূপিত হইয়া থাকে। যে সকল পল্লী-লাইব্রেরী রাজ-সরকার হইতে অর্থসাহায্য পায়, তাহারা

| | | |
|---|---|---|
| পুস্তকে | শতকরা | ২৫ টাকা |
| মাসিক পত্রাদিতে | ,, | ৩০ ,, |
| বাটী-ভাড়া ও আসবাবে | ,, | ২০ ,, |
| অন্যবিধ প্রয়োজনে | ,, | ২০ ,, |

পর্য্যন্ত খরচ করিতে পারে। ইহা ভিন্ন সহরের লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য যে অন্যবিধ নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা এই—

| | | |
|---|---|---|
| পুস্তকের জন্য | শতকরা | ২৫ টাকা |
| মাসিক পত্রাদির জন্য | ,, | ১৫ ,, |
| আসবাবাদির ,, | ,, | ১০ ,, |

| | | |
|---|---|---|
| পরিচালনার জন্য | শতকরা | ২৫ টাকা |
| অন্যবিধ খরচের জন্য | ,, | ২৫ ,, |

উপরি-লিখিত বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে, কি ভাবে অর্থব্যয়ের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।*

* বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৩৬ সাল; বেতার-বার্ত্তা।

# বরোদায় লাইব্রেরী আন্দোলন (২)

গতবারে বরোদায় লাইব্রেরী আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হয় নাই, আজ সেগুলি শুনাইব।

## লাইব্রেরী বিভাগ

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে বরোদা মহারাজের রাজ-সরকারের অধীনে লাইব্রেরী ডিপার্টমেণ্ট খোলা হয়। ইহার পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগই লাইব্রেরীগুলির যত্ন লইত। ১৮ বৎসর ধরিয়া শিক্ষাবিভাগ, বিদ্যালয় ও কলেজ ভিন্ন লাইব্রেরী সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছে না। লাইব্রেরীগুলির প্রতিপালনের জন্য আলাদা টাকার বন্দোবস্ত এখন হইয়াছে। অনেক লোকজন, কর্ম্মচারী, জিনিসপত্র লাইব্রেরীগুলির উন্নতির জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। টাকাকড়ি বিস্তর খরচ করা হইতেছে, আসবাব-পত্রও যথেষ্ট ক্রয় করা হইতেছে। শিক্ষাবিষয়ে সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী লোক লইয়া বরোদা মহারাজ এখন লাইব্রেরী ডিপার্টমেণ্ট চালাইতেছেন। আমেরিকা ও ইউরোপীয় সভ্যদেশের বিস্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া লাইব্রেরীগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে অনেক অর্থ ব্যয়

করা হইতেছে। যাহাতে প্রজাবর্গের মনে পাঠানুরাগ বাড়ে, বই পড়িবার একটা নেশা জাগে, সেজন্য লাইব্রেরী-সচিবগণ মহারাজের অনুপ্রেরণায় যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। বায়স্কোপ ও ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা দিয়া দেশবাসীর মনে জ্ঞানের আলোক জ্বালাইবার জন্য এখন রাজ-সরকার হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর চেষ্টা চলিতেছে। এ সকল ব্যাপারের জন্য ব্যয়ভার বহন করিতে রাজ-দরবার কখনই কুণ্ঠিত নহে।

১৯২২—২৩ খ্রীষ্টাব্দে বরোদা সহরে এবং আরও তিনটি জেলায় ও আমেদাবাদ স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে ১২৫ বার বায়স্কোপ দেখান হইয়াছিল ; আর তাহাতে দর্শকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩,০০০। ১৯২৩—২৪ খ্রীষ্টাব্দে বরোদা সহরে, দুই জেলায়, আমেদাবাদ স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ও বরোদা প্রদর্শনীতে ১১৬ বার বায়স্কোপ দেখান হয়, তাহাতে লোক-সমাগম হইয়াছিল এক লক্ষ ৪৫ হাজারের উপর। Visual Instruction Section বরোদা রাজ্যের সর্ব্বত্র আলোকচিত্র ও বায়স্কোপ দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। গ্রামে যখন এই ভাবে ছবি দেখান হয়, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কাতারে কাতারে



কলিকাতায় লাইব্রেরী প্রদর্শনী ( ১৩৩৫ সাল )

আসিয়া সমবেত হয়। কৌতুককর চিত্র দেখিয়া তাহাদের মনও যেমন হর্ষ ও বিস্ময়ে বিভোর হইয়া উঠে, জ্ঞান সঞ্চয় করিবার স্পৃহাও তাহাদের মনে একসঙ্গে জাগিয়া উঠে। প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষ এই বাবদে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করেন, তাহার মধ্য হইতে কর্ম্মচারীদের বেতন লাগে বৎসরে ১২০০ টাকা আর জিনিসপত্র খরিদ করিতে ব্যয় হয় বৎসরে ২০০০ টাকা; ইহা ভিন্ন অন্য খরচ আছে।

## সংস্কৃত লাইব্রেরী

প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম আলোচনা ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা বরোদা রাজ্যের একটা প্রধান বিশেষত্ব। বরোদা-বিট্টল-মন্দিরের মধ্যে যে সকল প্রাচীন পুঁথি ও মূল্যবান পুস্তকাদি ছিল, সেগুলি যখন রাজ-সরকারের অধীন হইল, তখন হইতে বরোদা মহারাজ একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সংস্কৃত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করিলেন। মহারাজের ভ্রাতা শ্রীমন্ত সম্পৎরাও গায়কবাড় মহোদয়ের যে গ্রন্থ-রাজি ছিল তাহার মধ্যে ৬৩০ খানি মুদ্রিত পুস্তক এই লাইব্রেরীতে তিনি প্রদান করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত

গজেন্দ্রশ্বর শাস্ত্রী নামে বরোদার একজন পুস্তক-প্রেমিকের নিকট হইতে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থশালায় সংগৃহীত ৪৪৬ খানি হস্তলিখিত পুঁথি ও ৬০ খানি ছাপান বই লইয়া এই লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি পায়। ইহার পর মহারাণী মহাভারত, ভাগবত, ভগবদ্গীতা, হরিবংশ—এই কয়খানি সচিত্র সমগ্র হস্তলিপি দান করিয়া এই লাইব্রেরীর মূল্যবান সম্পত্তি বাড়াইয়া তোলেন। পরে পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় বরোদা মহারাজের অনুরোধে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রায় ১০,০০০ পুঁথি সংগ্রহ করেন। বর্ত্তমানে ভারতের বিখ্যাত পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে এই পুঁথি-সংগ্রহ-বিভাগ বরোদাকে গৌরব মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। এখন এখানে পুঁথির সংখ্যা হইবে প্রায় ১৩ হাজার।

কেবল পুঁথি সংগ্রহ করিয়াই এই বিভাগ ক্ষান্ত নহে। বিস্তর অর্থের সাহায্যে এই সকল পুঁথি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে এবং যাহাতে জনসাধারণ ইহাদের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারে, তজ্জন্য সটীক সংস্করণও প্রকাশ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বিস্তর অর্থব্যয় ও নানাস্থান অন্বেষণ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ

ক্রয় করিতেছেন। যাহাতে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দিন দিন বৃদ্ধি পায়, সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পণ্ডিত-মণ্ডলী লইয়া এখানে সংস্কৃত-অনুশীলন সমিতি বসান হইয়াছে। বর্তমানে সংস্কৃত লাইব্রেরীতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ছয় হাজার আটশত ছচল্লিশ (৬৮৪৬)। এতদ্ভিন্ন Gaekward Oriental Seriesএর কর্ণধার বহু সারগর্ভ পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতেছেন। তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছে বরোদার Oriental Institute. ইহা সংস্কৃত সাহিত্য অনুসন্ধান ও ভারত সম্পর্কীয় জ্ঞান বিস্তারের জন্য রাজ সরকার হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া থাকে। বরোদা সংস্কৃত লাইব্রেরীর প্রথম লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুত সি, ডি, দালাল, মহারাজের অনুরোধে, যশল্মীর ও পাট্টানে গিয়া, ঐ সকল স্থানের হস্ত-লিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধার ও বিবরণী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পর ঐ সকল ভাণ্ডারের পুঁথির বিবরণী মহারাজের অর্থে মুদ্রিত হয়।*

* বেতারে প্রেরিত ২রা বৈশাখ, ১৩৩৬ সাল; "বিশ্ববাণী"তে প্রকাশিত জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ সাল।

# লাইব্রেরী ও শিক্ষা-প্রচার

জুরিচ সুইজারল্যাণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ নগর। তথাকার লাইব্রেরী, তথাকার মিউজিয়ম, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়, তথাকার ব্যবসা কেন্দ্র, তথাকার লোক-সংখ্যা—সকল দিক দিয়া ঐ দেশের অন্যান্য নগরের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে। এই জুরিচ নগরে পেস্টালট্জি (Pestalozzi) নামে এক বিচক্ষণ দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোকশিক্ষার জন্য আপ্রাণ-পরিশ্রম করিয়া দেশের যে প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেশবাসী তাহা কিছুতে ভুলিতে পারিবে না। দেশ-সেবায় ব্রতী হইয়া, তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যে নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, "শিক্ষা আর কিছুই নয়, মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ও কর্ম্মকুশলতার সর্ব্বাঙ্গীন ক্রম-বিকাশ মাত্র। কোন ব্যক্তির হৃদয়-নিহিত ক্ষমতাগুলি সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হইলে, আমরা তাহাকে শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করি।"

শিক্ষা আমাদের হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি করে। সেই জন্য সভ্য-সমাজ আজ শিক্ষা-বিস্তারে বদ্ধ-পরিকর।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী, ডেনমার্ক, সুইজার্ল্যাণ্ড, রুশিয়া,—এমন কি, আফগানিস্থান ও পারস্য পর্য্যন্ত—দেশবাসীর হৃদয়ে শিক্ষার বীজ বপন করিতে বিশেষ যত্নবান। শুনা যায়, প্রতি বৎসর পারস্য দেশ হইতে প্রায় শতাধিক ছাত্র বিভিন্ন দেশে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে গমন করে। আফগানিস্থান সম্প্রতি প্রভূত অর্থব্যয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থনিচয় নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশীয় ভাষার কলেবর পরিপুষ্ট করিতেছিল।

পুস্তক অনুবাদ ও পুস্তক প্রকাশের দ্বারা যেমন জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-শিখা প্রজ্বলিত করা যায়, সেইরূপ পুস্তক সংগ্রহ ও পুস্তক সরবরাহের দ্বারাও দেশের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানের প্রচার করিতে পারা যায়। পুস্তক-সংগ্রহ হিসাবে এখনও ফ্রান্সকে কোন দেশ পরাস্ত করিতে পারে নাই। প্যারী নগরের National Libraryতে যত পুস্তক আছে, পৃথিবীর কোন দেশের একটী লাইব্রেরীতে আজ পর্য্যন্ত তত পুস্তক সংগৃহীত হয় নাই। পুস্তক গৃহে গৃহে সরবরাহ করা এবং পাঠানুরাগ বর্দ্ধিত করা বিষয়ে আমেরিকা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। Travelling Libraryর সাহায্যে পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে,

শিক্ষা-প্রচারের কেন্দ্র খুলিয়া, আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশন দেশবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। যেখানে রেল আছে সেখানে রেলে করিয়া, যেখানে নদী সেখানে নৌকাযোগে, কোথাও বা মোটর-যানে, প্রভৃতি নানাপ্রকার উপায়ে পথের বাধা কাটাইয়া, তাহারা পল্লীবাসীর অন্তরে জ্ঞানপিপাসা বৰ্দ্ধিত করিবার যে চেষ্টা করিতেছে, তাহা আমেরিকাবাসীর মহত্ত্বের পরিচায়ক। বড় বড় সহরে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু দীন দুঃখীর কুটীরে বা কৃষিজীবীর গৃহে শিক্ষা-প্রচারের ব্যবস্থা কয়জন করিয়া থাকে ?

বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা অনেকদিন হইতে চলিতেছে। তবে লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। লাইব্রেরীকে শিক্ষাকেন্দ্র করিয়া জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিস্ফুরিত করিবার সমবেত চেষ্টা—আমাদের দেশে যত প্রসার লাভ করিবে, ততই আমাদের মঙ্গল। অজ্ঞানতার কুহকে যে সকল অনর্থ আসিয়া জুটিতে পারে, তাহার কোনটিই এখন আমাদের সমাজে অবিদ্যমান নাই। মনের সরলতা, প্রাণের প্রফুল্লতা, চিন্তার প্রসারতা—সকলগুলিই জ্ঞানের আলোক না

হইলে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতা-অন্ধকার দূর করিতে না পারিলে, লোকে আত্মস্থ হইয়া হিতাহিত, সদসৎ বিচার করিবার অবসর পায় না। পরস্পর উন্নতি-সাধনের চেষ্টা এবং ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কল্পনা, দুইই শিক্ষাপ্রসূত। বর্ত্তমান বাঙ্গালার পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য এবং নিবিড় কর্ম্ম-শিথিলতা দূর করিবার একমাত্র উপায়—শিক্ষা-বিস্তার। দেশ-বিদেশের কাহিনী শুনাইয়া ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস বুঝাইয়া যদি আমাদের সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত করিবার বিরাট চেষ্টায় জনসাধারণের আগ্রহের অভাব দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এ জাতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিগত-গরিমা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার সাধু প্রচেষ্টা যদি আমাদের পুনর্জীবন-লাভের সোপান হয়, তাহা হইলে অচিরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শিক্ষা-প্রচার ব্রতে আত্মনিয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন।

সমবেত চেষ্টায় যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, একাকী সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে বিফল-মনোরথ হইবার সম্ভাবনা। জন-সাধারণের কল্যাণার্থ লাইব্রেরী বা গ্রন্থালয়-গৃহ শিক্ষা-প্রচারের কেন্দ্র করিলে, অনেক কর্ম্মীর সাহায্যে তাহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া

দেশবাসীর হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হয়। সন্ধ্যার পর কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা গ্রামবাসীর হৃদয়-কন্দরে জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা জাগাইয়া দিলে, তাহা ক্রমশঃ তাহাদের সমস্ত জীবন শান্ত, সংযত ও বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে।*

* "স্বদেশী বাজার" ২রা ভাদ্র, ১৩৩৫ সাল।

# কলিকাতায় লাইব্রেরী সম্মিলন

সভা-সম্মিলনের পশ্চাতে যে উচ্চস্তরের ভাব-সম্পৎ নিহিত আছে তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারে না, এরূপ লোক শিক্ষিত সমাজে বিরল। বাহিরের বস্তু ভিতরে আনিয়া নিজের হৃদয় সাজাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি সকলেরই আছে। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের ন্যায় যাঁহারা বস্তু-জগতের সীমা ছাড়াইয়া মনোরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ জন-মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায়, আবশ্যক বা অনাবশ্যক জ্ঞানের অকৃত্রিম পিপাসা মানব-মনের এক জন্মগত প্রবৃত্তি। বাল্যাবস্থায় এই জ্ঞান-পিপাসা অনুসন্ধিৎসারূপে দেখা দেয়; পরে ইহা নানা কার্য্যকলাপের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বা অগোচরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শিক্ষালাভের প্রণালী অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। যাঁহারা হৃদয়নিহিত প্রবৃত্তি-নিচয়ের পূর্ণবিকাশে জীবনের সকল কার্য্য সমাধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অন্তর্মুখী শিক্ষার একনিষ্ঠ উপাসক বলিতে হইবে। আর যাঁহারা

বাহিরের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের সহিত যোগ-স্থাপনার চেষ্টায় নিজেদের শিক্ষা উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা বহির্মুখী শিক্ষার পক্ষপাতী।

শিক্ষার যেমন নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা যায় না, শিক্ষার সীমা-নির্দ্দেশ করাও ততোধিক কঠিন। জ্ঞানের ধারা ক্রমশঃ বাড়াইবার জন্য বিদ্বান্ ও পণ্ডিত মনীষিবর্গের সাহচর্য্য-লাভ আবশ্যক। পুস্তক-পাঠের ভিতর দিয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহা সাক্ষাৎ-সাহচর্য্যে আরও গভীর, সুসংযত ও মধুর হইয়া ওঠে। এই জন্য সভা-সমিতির আহ্বান আবশ্যক। সাক্ষাৎ সংস্পর্শে—মনের অর্গল খুলিয়া যেখানে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে, একের পর আর এক জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিলে নিয়মিত-ভাবে যেখানে হৃদয়ের প্রসার বাড়িয়া যায়, সেখানে পুস্তক-পাঠের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় আশানুরূপ ফল-কামনা করা অসম্ভব। অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির নানা-রূপ চিন্তার ধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ, সভা বা সম্মিলনে যেরূপ পাওয়া যায়, এরূপ আর কোথাও লাভ করা যায় না। লাইব্রেরী-গৃহে কথঞ্চিৎ দেখা গেলেও, বিদ্বৎগোষ্ঠী-প্রসূত প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞান ও সুধীবর্গের সাক্ষাৎ পরিচয় তথায় দুর্লভ। বক্তৃতা শুনিয়া ও বক্তাকে

দেখিয়া সহজ ভাবে আপনা হইতে যে জ্ঞানসঞ্চয় হয়, তাহা গ্রন্থাগারে হয় না। এইজন্য বক্তারা যেরূপ লোকের চিত্তহরণ করিতে পারেন, গ্রন্থকারগণ ততটা পারেন না, তবে ঐ বক্তৃতা চিরস্থায়ীভাবে হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিতে হইলে, পুনরায় উহা মুদ্রিত ও পঠিত হওয়া আবশ্যক। চিরচঞ্চল অন্তর হইতে বহুদিন-সঞ্চিত ভাব-রাশি কালের প্রভাবে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া পড়িলে, পুস্তকগুলি পুনরায় পাঠের সময় আবার যেমন লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসে, বক্তৃতাগুলির পুনরালোচনার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা না করিলে, ইহার ফল মানস-পটে অধিক দিন বিরাজ করিতে পারিবে না।

অধুনা যে সকল অনুষ্ঠান বঙ্গদেশে দেখা যাইতেছে, তাহাদের অধিকাংশ বক্তৃতাদি দ্বারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছে। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ ও লাইব্রেরী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশবাসীর অন্তরে বদ্ধমূল করিবার জন্য আলোচনা সভা, বক্তৃতাদি ভিন্ন বাৎসরিক সম্মিলন আহ্বান করিয়া থাকে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে সম্মিলন আহূত হয়, তাহাতে শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-এট-ল, মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এতদ্ভিন্ন চারিজন

শাখা-সভাপতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন :—

১। **ভারতে লাইব্রেরী-আন্দোলন**—শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায়, এম, এ।

২। **ভারতের বাহিরে লাইব্রেরী আন্দোলন**—শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ।

৩। **লাইব্রেরীর দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ-বিধায়ক শিক্ষা-বিস্তার**—শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, বি, এ।

৪। **লাইব্রেরী পরিচালনা**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার।

ইহা ব্যতীত নানা সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা মনীষিগণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পাঠের দ্বারা সাধারণের মনে জ্ঞানসঞ্চার করেন, যথা :—

ডাঃ কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট্; ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট্; ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম-এ, ডি-লিট্; ডাঃ গুরুদাস রায়, পি-এচ-ডি; প্রোঃ নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ; মিঃ জোহান ভ্যান ম্যানেন (এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল); শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; কুমার মুনীন্দ্রদেব

রায় মহাশয়; শ্রীমতী লতিকা বসু, বি-লিট্ (অক্সফোর্ড্); শ্রীসরোজমোহন সেন বৈদ্যশাস্ত্রী প্রভৃতি।

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিয়া লাইব্রেরী আন্দোলনে উৎসাহ বর্দ্ধন করেন :—

রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়; শ্রীযুত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ; কবিশেখর শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুত হরিহর শেঠ; প্রোঃ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল; প্রোঃ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ; প্রোঃ নরেশচন্দ্র সেন, এম-এ; প্রোঃ পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ; শ্রীযুত ও, সি, গাঙ্গুলী, এটর্ণী-এট-ল; শ্রীযুত প্রবোধ কুমার দাস, এম-এ, বি-এল; শ্রীযুত পঞ্চানন ঘোষাল, এম-এ, বি-এল; ডাঃ সুবোধকুমার বসু; শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল; ডাঃ চুণীলাল বসু, সি-আই-ই, আই-ও-এস; শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত; রায় অক্ষয়ভূষণ গাঙ্গুলী বাহাদুর প্রভৃতি।

উক্ত অধিবেশনে হাওড়া, হুগলী, ২৪শ পরগণা, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে

প্রতিনিধিগণ আসিয়া সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সম্মিলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

## প্রস্তাবসমূহ

১। এই সম্মিলন দেশের সমগ্র জন-সাধারণকে লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রতি জেলায় একটি জেলা-লাইব্রেরী-সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন গ্রন্থালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

২। এই সম্মিলন দেশের সকল জমিদার, ধনী, মোহন্ত, মাতোয়ালী ও বদান্য সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন বিভিন্ন স্থানে নূতন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ও বর্ত্তমান লাইব্রেরীগুলি পরিচালনার জন্য অর্থসাহায্য করেন।

৩। এই সম্মিলন বিভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকার মধ্যস্থ লাইব্রেরীগুলিকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন।

৪। এই সম্মিলন বিভিন্ন মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের

স্ব স্ব এলাকার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে সাধারণ গ্রন্থালয় স্থাপন করেন এবং উহাদের ব্যয়ভার বহন করেন।

৫। এই সম্মিলন বিভিন্ন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব লাইব্রেরীতে লাইব্রেরী আন্দোলন প্রচারের এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের উপযোগী নানাবিধ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন।

৬। এই সম্মিলন এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, মাতৃভাষা সাহায্যে শিক্ষাপ্রচার বিষয়ে লাইব্রেরী আন্দোলনের দৃষ্টি রাখা উচিত।

৭। বাঙ্গলা ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপন্যাস "পথের দাবী" গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব আনিতে এই সম্মিলন উক্ত সভার সকল সভ্যকে অনুরোধ করিতেছে।

৮। এই সম্মিলন সকল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব এলাকার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ ও যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষণ করেন।

৯। এই সম্মিলন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে Extension Lecture এর ব্যবস্থা করেন।

১০। দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচার জন্য গ্রন্থালয়গুলির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন বিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের পাঠ্যপুস্তকগুলিও স্ব স্ব লাইব্রেরীতে রাখিবার ব্যবস্থা করেন।

১১। দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরীকে অর্থসাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষকে এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়-নির্দ্ধারণীতে (Budget) ঐ উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন।

১২। এই সম্মিলন কলিকাতা করপোরেশনের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন উহার এলাকার মধ্যস্থ লাইব্রেরীগুলিকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন।

১৩। এই সম্মিলন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন বিভিন্ন জেলায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য

অর্থব্যয়ের সপক্ষে কাউন্সিলে অভিমত প্রকাশ করেন।

১৪। এই সম্মিলন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন দেশের মধ্যে সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করেন এবং এই জন্য কাউন্সিলে যথোপযোগী আইন পাশ করিবার চেষ্টা করেন।

১৫। পুস্তকাদি বহুদিন যাবৎ সংরক্ষণ করার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার ও পুস্তক, সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদির প্রকাশকদিগকে এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন স্বকীয় কতিপয় সংখ্যক পুস্তকাদি ভাল কাগজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

১৬। এই সম্মিলন ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে যে, কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ইম্পারিয়ল লাইব্রেরী স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিপুল লোকমত প্রবল হওয়ায় তাঁহারা যেন ঐ প্রস্তাব চিরতরে পরিত্যাগ করেন।*

১৭। এই সম্মিলন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও কলিকাতা করপোরেশনের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ

* ইহার ফলে ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

করিতেছে যে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব এলাকার মধ্যস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয়গুলিতে শিশু-গ্রন্থালয় স্থাপন করেন।

১৮। যেহেতু এদেশে এমন কোন লাইব্রেরী নাই যেখানে এদেশের প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক সংরক্ষিত হয়, এই সম্মিলন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে যে, যাহাতে সমস্ত পুস্তকের এক এক খণ্ড বোলপুরের বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে, কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদে পাঠান হয় তাহার যেন ব্যবস্থা করেন।

১৯। এই সমিতির নাম "All Bengal Library Association" হইতে 'বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদে" পরিণত করা হউক এবং এখন হইতে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পদ্ধতি বঙ্গভাষায় লিখিত হইবে।

২০। এই সম্মিলন বাঙ্গলার পাঠাগার সমূহের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ পাঠাগারে বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পৎ—কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতির প্রচলন পূর্ব্বক দেশের অতীত গৌরব রক্ষা করেন।

শিক্ষাবিস্তার।

এই সম্মিলনের প্রধান বিশেষত্ব :—

১। মৌলিক প্রবন্ধাদি পাঠ।

২। বরোদা, মহীশূর, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র-প্রবন্ধাদি-প্রাপ্তি।

৩। কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীগুলি পরিদর্শন, যথা :—বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরী, এসিয়াটিক্ সোসাইটি অফ বেঙ্গলের লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান-কলেজের লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম, বৌদ্ধ-বিহার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি।

৪। লাইব্রেরী-প্রদর্শনী—

| | |
|---|---|
| বরোদা বিভাগ, | ইংলণ্ড বিভাগ, |
| মহীশূর ,, | ফ্রান্স ,, |
| মাদ্রাজ ,, | রাশিয়া ,, |
| চন্দননগর ,, | জার্ম্মেণী ,, |

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিভাগ,

বঙ্গবাণী সম্মিলনী বিভাগ, ছাত্র-সমিতি বিভাগ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ,

হুগলী জেলা লাইব্রেরী সমিতি বিভাগ,

নাগরিক-সাহিত্য বিভাগ,

শিশু-সাহিত্য বিভাগ, প্রভৃতি।

# শিক্ষা-বিস্তার *

মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান উপাদান রূপে শিক্ষা যে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সকলেই জানেন। শিক্ষা-বিস্তারের প্রণালী শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণের উপর নির্ভর করে।

## শিক্ষার উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন যুগে শিক্ষার বিভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্য শিক্ষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাকে লোক-সেবায় নিযুক্ত করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি যেদিন আমেরিকার শিকাগো নগরে তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন, তাহার পূর্ব্বদিনে তাঁহাকে লইয়া বেলুড় মঠে একটি বৈঠক বসে। সেদিন ইংরাজী ১৮৯৯ সালের ১৯শে জুন। নানা কথার মধ্যে তিনি শিক্ষা ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলেন, তাহা অমূল্য। তিনি বলিয়া যান, "আমাদের সকল কার্য্য

* বিগত ১৯২৮ সালের ৩০শে আগষ্ট বেতার-যন্ত্রের সম্মুখে পঠিত ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারিত।

—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি, সকলগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখী করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছ, কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার?" দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, যাঁহার জীবনের গতি ধ্রুবতারার ন্যায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার নিকট হইতে অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ইহা ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে?

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মহামতি ফ্রান্সিস্ বেকন তাঁহার অপ্রমেয় জ্ঞানরাশি দ্বারা জগতে চিন্তার স্রোত নূতন ধারায় প্রবাহিত করেন। তাঁহার Advancement of Learning নামক অতুলনীয় পুস্তকে তিনি শিক্ষার নানা বিষয় আলোচনা করিয়া, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। সেই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রায়ই শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজে সকলের সহিত সদাচার পালন করেন না।" তিনি তাঁহাদের

আচরণের ত্রুটি দেখাইয়া শিক্ষার সহিত জন-সমাজের যে সম্পর্ক আছে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। হার্বার্ট্ স্পেন্সার শিক্ষার উদ্দেশ্য complete living বলিয়া নানা রকম বিষয়কে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তবে কি কি পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে পারা যায়, পরবর্ত্তী জন-শিক্ষকদের মত তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই।

বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। শিশু-হৃদয়ে শিক্ষার বীজ বপন করিবার সহজ ও সরল পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে—খেলার মধ্য দিয়া। অল্পবয়স্ক শিশুদের সুকুমার বৃত্তি যাহাতে পড়াশুনার চাপে মুকুলেই না ঝরিয়া পড়িয়া যায়, সেজন্য অধুনা বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। যে সকল বিষয়ের প্রতি তাহাদের স্বভাবজ অনুরাগ আছে, সেই সকল বিষয়ে তাহাদের মনঃ-সংযোগ ও উৎসাহ যাহাতে অধিকতর নিবিড় হইয়া উঠে, সে জন্য শিক্ষা-প্রচার-প্রয়াসী সুধীবর্গ বিশেষ যত্নবান। ফল কথা, বর্ত্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের আদৌ জানিতে দেওয়া হয় না যে, তাহাদের উপর শিক্ষা করিবার কোন একটা গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মণ্টেসরী (Montessori) প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়গুলিতে

## শিক্ষাবিস্তার।

গৃহকর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সংসারে সুদক্ষ কর্ম্মী হইয়া উঠিবার যথেষ্ট সুযোগ সুকুমার-মতি বালক-বালিকাদের দেওয়া হয়।

পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে আপনার মন আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, মনের স্ফূরণ হইবার অবসর অল্প। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ক্ষুদ্র আদর্শ হইতে মনকে কথঞ্চিৎ উপরে টানিতে না পারিলে শিক্ষালাভের মহৎ উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। যে বিষয় পাঠ করিতে হয়, সে বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান, যথাসম্ভব আয়ত্ত করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, কোন ছাত্র বা ছাত্রী ইহার পর কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে না। সেই জন্য সহযোগী বিষয়গুলি ( allied subjects ) যতটা পারা যায় পড়িয়া লইলে, পাঠ্য-বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সহজ হইয়া পড়ে। নির্দ্দিষ্ট বিষয় হইতে মনকে নিষ্কাশিত করিয়া লইলেই সমস্ত বিষয়টি আয়ত্ত করিবার সুযোগ ঘটে। যেমন, কোন গৃহসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেই গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিলেই, ঐ গৃহসম্বন্ধে একটা পূর্ণ-ধারণা সহজে লাভ করা যায় ; যতক্ষণ ভিতরে থাকা যায়, ততক্ষণ ঐ প্রকার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আয়ত্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে।

নির্দ্ধারিত পাঠ্য-পুস্তক ও বুঝিতে সহজ হয়, যখন অন্যান্য পারিপার্শ্বিক জ্ঞান আসিয়া ঐ বিষয়ের সহিত সংযোগ স্থাপনা করে বা ঐ বিষয় বুঝাইবার সহায় হয়। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অনেক বিদ্যালয়ে সেইজন্য General knowledge, Out knowledge, Current Topics প্রভৃতি বিষয়েও আশানুরূপ নম্বর না পাইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন ছাত্র-ছাত্রী উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন না। এই কারণে বিদ্যালয়ে একটী উপযোগী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর লাইব্রেরী ও মানচিত্র, model, chart, প্রভৃতি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা-মন্দিরের অধিকারীদের অনেক দায়িত্ব আছে। যাহাতে দেশে যথার্থ শিক্ষা প্রচার হয়,—সে বিষয়টী তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। পরীক্ষায় অধিকসংখ্যক ছাত্র পাশ করাইতে পারিলে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। পরীক্ষা পাশের উপরেও বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন কৃতিত্ব নির্ভর করে না। পুস্তকে দাগ দিয়া দিলে, অথবা ছোট করিয়া সংক্ষিপ্ত-সার (note) লিখাইয়া মুখস্থ করিলে পরীক্ষায় সফল-কাম হওয়া শক্ত নয়। কর্ত্তৃপক্ষদের দেখা উচিত ছাত্র বা ছাত্রীরা প্রকৃত শিক্ষা পাইয়াছে কি না। তাহারা যতটুকু

শিখিবে, অবশ্য বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ-মতই শিখিবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কোন ফতোয়া এখন পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, যাহাতে বলা আছে যে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যদি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের সীমা অতিক্রম করা হয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যালয়কে রসাতলে পাঠান হইবে।

## সংবাদ-পত্র

এমন দিন কবে আসিবে যেদিন সংবাদপত্র কলেজ-ছাত্রদের আলোচ্য বিষয় হইবে? পড়াশুনার অঙ্গীভূত করিয়া না রাখিলে কোন দিন ইহার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিদ্যার্থীদের চিত্তফলকে স্থায়ীভাবে রেখা-পাত করিতে পারিবে না। সংবাদ-পত্রের মধ্যে জ্ঞান-আহরণের প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য, সংবাদ-পত্র বা মাসিক পত্র কলেজ-পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। যে সকল ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁহারা কোনদিন সংবাদ-পত্র পাঠ না করিলে মনঃ-কণ্ডূয়নে পীড়িত হন। একটা অব্যক্ত চাঞ্চল্য তাঁহাদের বেশ অনুভব করিতে হয়! যুব-হৃদয়ের উদ্দাম প্রবৃত্তি যখন নূতনের আস্বাদনে বিভোর হইয়া উঠে এবং বার বার নব নব জ্ঞানের দ্বারা চিন্তাধারাকে রঙ্গীন করিয়া তুলিবার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা যখন যুব-জনকে চঞ্চল

করিয়া তুলে, তখন মনো-বিজ্ঞানের বিজ্ঞ সারথি-রূপে শিক্ষকের কর্ত্তব্য,—সেই সকল প্রবৃত্তিগুলি সুসংযত ও সুমার্জ্জিত করিয়া, এমন কৌশলে তাহাদের চালিত করিবেন, যেন তাহারা নবীন উদ্যমে, নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, জ্ঞান-রাজ্যের অপূর্ব্ব সুষমা উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। শিক্ষকের কার্য্য জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত করা। শিক্ষক, সংবাদ-পত্র ও লাইব্রেরীর সাহায্যে যত সহজে দেশের মধ্যে শিক্ষা-প্রচার করা যাইতে পারে, এরূপ আর কাহারও সাহায্যে সম্ভবপর নহে। নতুবা চা-পেয়ালার সহচর করিয়া রাখিলে, সংবাদ-পত্র আর কাহারও মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

---

# শিক্ষা-প্রণালী

শিক্ষা-বিস্তারের প্রণালী সকল ব্যক্তি বা সকল জাতির মধ্যে একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের শিক্ষাদানের প্রণালী, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে, বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কোন লোকের মনের গতি কোন্ বিশেষ ধারায় প্রবাহিত, তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থায় তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে, আদর্শানুযায়ী ফল ফলিতে দেখা যায় না। আবার শারীরিক গঠন বা স্নায়ু-মণ্ডলীর তারতম্যে, যাহার ভিতর কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তাহাকে তদনুরূপ পৃথক্ ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান যুগের জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, "মস্তিষ্কের যে ভাগকে cerebrum বলে, তাহা শ্বেতকায় জাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারে দেখা যায় এবং উহা তাহাদের মধ্যে পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়। নিগ্রোজাতির মধ্যে ঐ জিনিষটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং উহা তাহাদের মধ্যে পূর্ণ আকারও প্রাপ্ত হয় না"। একারণে এই দুইটি জাতির মনে যে

ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা প্রথমে বিশেষ আলোচনা করিয়া, উহাদের শিক্ষা-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করা একান্ত প্রয়োজন। আচার-ব্যবহার, মানসিক উত্তেজনা, সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার এই দুইটি জাতিকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সম্যক্ বিচার ব্যতীত তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে না।

## ব্যক্তিগত পার্থক্য

জাতি-গত পার্থক্য ছাড়িয়া দিলেও, ব্যক্তি-গত বিভিন্নতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে দেখা যায় যে, তৎসম্বন্ধে আন্তরিক অনুসন্ধান না করিয়া তাহাদের শিক্ষা প্রদান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। দুর্ব্বল-চিত্ত বা অপূর্ণ-বুদ্ধি বালকের জন্য যে যত্ন বা পরিশ্রম করিতে হয়, সুতীক্ষ্ণ-মেধা ছাত্রের জন্য তাহার প্রয়োজন হয় না। যাহারা অল্পভাষী বা শান্তস্বভাব তাহাদের জন্য যে নিয়ম করা প্রয়োজন, তাহা চঞ্চল-চিত্ত বা ক্রোধ-পরায়ণের বেলা খাটিবে না। ইহা দেখা গিয়াছে, কল্পনা-কুশলী ইতিহাসের যে ঘটনা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, অপরে

তাহা পারে না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে,—বাস্তব জগতের ছাপ ভিন্ন অন্য কোন জিনিষ অল্প আয়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাহাদের পক্ষে দুরূহ। ব্যক্তিগত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। যাহার যে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, তাহাকে সেই বিষয় পড়িতে দেওয়া উচিত। যাহার যে দিকে আন্তরিক আকর্ষণ আছে, তাহাকে সে বিষয় হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়। ছাত্র-মনের স্বাভাবিক প্রবণতা বুঝিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে অগ্রসর হইলে, সুফল ফলিয়া থাকে।

## স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, অধ্যাপনা-কার্য্য আরম্ভ করার পূর্ব্বে বিদ্যার্থীদের শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্য ও মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ না করিলে, শিক্ষকদের অনেক সময়ে বিফলমনোরথ হইতে হইবে। এইজন্য প্রতি স্কুলে বা কলেজে, কি বালক কি বালিকা সকলেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তাঁহার পরীক্ষার ফলাফলের উপর দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

শরীর-রক্ষার জন্য ব্যায়াম-চর্চ্চা ও স্বাস্থ্য-তত্ত্বের বিধি-পালন যেমন কর্ত্তব্য, হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শরীরের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ প্রতিবিধান আরও প্রয়োজন। কেননা, শরীরের উন্নতির উপরই মানসিক উন্নতি নির্ভর করে। শরীরের স্নায়ু-কোষ (nerve cell) পরিপুষ্ট ও যথারীতি পরিবর্দ্ধিত হইলে মনের বৃত্তিগুলি সহজে বিকাশ-লাভ করে। শরীর-গত অপকর্ষ মানসিক বৃত্তি-স্ফুরণে যে ব্যাঘাত জন্মায়, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

## সঞ্চিত জ্ঞান

যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহার প্রকৃতি, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব-চরিত্র যেমন লক্ষ্য করা প্রয়োজন, তাহার পূর্ব্ব-পরিচয়ও সেইরূপ শিক্ষকদের প্রণিধান-যোগ্য। তাহার মনে যে সংস্কার ও যে ধারণা পূর্ব্ব হইতে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার সম্যক্ পরিচয় না পাইলে, নূতন তথ্য তাহার ভিতর প্রবেশ করান কঠিন বলিয়া বোধ হয়। নূতন যে চিন্তার ধারা প্রথমে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ-পথ খুঁজিয়া বাহির করে, তাহাকে সরল পথে চালিত করিতেই হইবে।

যাহার অভিজ্ঞতা অল্প, তাহাকে তাহার পক্ষে যাহা দুর্ব্বোধ্য, সেইরূপ নূতন চিন্তা ধারণা করিতে বলিলে চলিবে না। পূর্ব্বতন চিন্তার ধারার সহিত নূতন চিন্তার স্রোত মিশাইতে না পারিলে apperceptive mass শিক্ষার উপযোগী হয় না। সুতরাং নূতন perception হইবার পূর্ব্বে, মানসিক অবস্থা, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, সঞ্চিত জ্ঞান প্রভৃতি কি পরিমাণে মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। অল্প-বয়স্ক বালক বা কোমল-স্বভাবা বালিকা যে অর্জ্জিত জ্ঞান লইয়া বসিয়া আছে, নূতন জ্ঞানের বোঝা তাহার নিকট অনুকূল কি প্রতিকূল হইবে তাহা না বুঝিয়া, শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। Herbart-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীর মূল কথা এই যে, অর্জ্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনাই শিক্ষা-লাভের ভিত্তি। সেই জন্য শিক্ষা-প্রবর্ত্তন-কল্পে মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব-অর্জ্জিত জ্ঞানের পরিমাণ না বুঝিয়া নূতন কোন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হন না।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে প্রণালীর মুখ ক্ষুদ্র তাহার মধ্যে জলের প্রবল ধারা ঠিকমত ঢুকিতে পারে

না, অনেক স্থলে জল উপচাইয়া পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বিষয় শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা আমাদের দেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ পঙ্গু করিয়া দেয়। অন্যান্য দেশে শিশু-প্রতিপালনের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় চলিতেছে : যুবকদের উপযুক্ত শিক্ষা-প্রদানের সহিত কর্ম্মঠ, নির্ভীক ও স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় অন্যান্য সভ্যসমাজ বিশেষ যত্নবান। তাহার সহিত তুলনায়, আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর ধারা দেখিলে, নিরাশায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখানে না আছে আমাদের যুবকদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য,—না আছে তাহাদের মনের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াইবার চেষ্টা,—না আছে তাহাদের জ্ঞান-অর্জ্জনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি! এই জন্যই, যে সকল যুবক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তকমা লইয়া বাহির হইয়া আসে, তাহাদের অর্জ্জিত জ্ঞান অধিক দিন স্থায়ী হয় না। কেবলমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে শিক্ষা অর্জ্জন করা যায়, তাহা পরে তাহাদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও মেধা পরিবর্দ্ধিত করিয়া স্থায়ীভাবে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে দেয় না। ক্ষণিকের উত্তেজনায় জ্ঞানের ক্ষণস্থায়ী অঙ্কুর অগাধ-সমুদ্র-বক্ষে কোথায় তলাইয়া যায়, জলের উপর

অস্পষ্ট ছাপের মত চকিতে মিলাইয়া পুনরায় রেখা-হীন, অগভীর, সমতল বিস্তৃতির সৃষ্টি করে মাত্র। দশ বৎসর যাইতে না যাইতে, দেখা যায়, মনটি যেন পূর্ব্বের মতই tabula rasa.

শিক্ষা-প্রণালীর ধারা পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে, আমরা যথার্থ ও স্থায়ী জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিব না। আমরা যদি নিজেরা মানুষ হইয়া আমাদের দেশ-বাসীকে মানুষ করিতে চাই, তাহা হইলে গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া, আন্তরিক আগ্রহে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। শিক্ষাদাতারা যদি শিক্ষার্থীদিগের পারদর্শিতা অনুসারে শিক্ষা-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেন এবং শিক্ষা-প্রার্থীরা যদি পাঠ আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে অচিরে দেশের অবস্থা ফিরিয়া যায়। অবশ্য যে জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়, তাহা, পরবর্ত্তী জ্ঞানের প্রভাবে, চিরস্থায়ীভাবে পূর্ব্বজাত ধারণার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। নূতন নূতন জ্ঞান ও নূতন নূতন অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্ব্ব-সঞ্চিত জ্ঞান অনেকটা পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, সত্য; তবে একেবারে বিস্মৃতির অতল-তলে বিলীন না হইয়া যদি ইহা দীর্ঘকাল আমাদের কর্ম্ম-পদ্ধতি,

চরিত্ররক্ষা ও আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে, তবেই আমাদের শিক্ষা সার্থক ও সঙ্গত হইবে। ঈদৃশ স্থায়ী ফল লাভ করিতে হইলে মেধাশক্তি বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন। লাইব্রেরীর সাহায্যে পুস্তক-পাঠে নূতন অভিজ্ঞতা জন্মায়। পড়া-শুনার অভ্যাস মেধাশক্তি যেমন বাড়াইয়া তুলে, জ্ঞানের পরিসরও সেইরূপ বৃদ্ধি করে। সঞ্চিত জ্ঞান স্থায়ীভাবে হৃদয়মূলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পুস্তক-পাঠের অভ্যাস অপরিহার্য্য। আলোক-চিত্রের ঘটনাবলী যেমন অতি দ্রুতবেগে চোখের সামনে চলিয়া গেলে সব জিনিষ সহজে বোধগম্য হয় না, সেইরূপ শিক্ষা-প্রার্থীরও জানা আবশ্যক যে, (১) বিরতি (Pause) এবং (২) আয়ত্ত করিবার আগ্রহ (Intention to learn) ভিন্ন কোন বিষয় তাহার স্মৃতি-ফলকে স্থায়ী-রেখা অঙ্কিত করিতে পারিবে না।

———

# বুদ্ধির পরিমাপ

শিক্ষা-জগতে ইহা কম আশার কথা নয় যে, বর্ত্তমানে গবেষণার ফলে মানব-চিত্তের সম্যক্ পরিচয় উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে। মনের কোন্ দলটি কতখানি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এবং পরে কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা জানিতে পারা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা গবেষণার দ্বারা বুঝিতে পারেন, মনের কোন্ স্তরটি কিরূপ অবস্থায় উপনীত, পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে উহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব এবং যোগ্যতা অনুসারে উহার ভবিষ্যৎ ক্রম-বিকাশের পরিণতি কোন্ দিকে। সংসারে যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা যায়, তাহাদের মনের গতির বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিলে, উহার ক্রম-পরিবর্দ্ধনের সূক্ষ্ম তত্ত্বটি আবিষ্কার করা দুরূহ বলিয়া মনে হয় না। মনস্তত্ত্ব-গবেষণার এই হৃদয়-হারী ব্যাপার আমেরিকা ও ইউরোপে দিন দিন নূতন আকার ধারণ করিতেছে; কত নূতন আলোক-সম্পাতে এখন মানব-চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে; পণ্ডিতগণ মনস্তত্ত্বের জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া শিক্ষা-তত্ত্বের পথ প্রশস্ত ও সুগম করিয়া তুলিতেছেন।

তরুণ-হৃদয় আলোচনা করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষাপ্রদান-ব্রতে ব্রতী, তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের যুগ্ম-গবেষণার ফলে। মনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া এক্ষণে নির্ণয় করা যাইতেছে যে, উহা সাধারণ ব্যক্তির মনের অবস্থা হইতে কত বিভিন্ন এবং ভবিষ্যতে উহা কিরূপ আকার ধারণ করিবে। প্রথমে অনেক মানব-চিত্ত পরীক্ষার ফলে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। তাহার পর বিভিন্ন-প্রকৃতির মানব-চিত্তের সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া গড়ে একটা পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় না। জ্ঞান ও গবেষণার পরিসর যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, শিক্ষা-প্রদান-পদ্ধতিও সেই অনুপাতে বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। ডাঃ ব্যালার্ড্ একবার লিখিয়াছিলেন, "The twentieth century has seen birth of a new science of examining which aims at measuring the mind, its processes and its products, with as near an approach to accuracy as the nature of the task permits." * * Previous to the present century, no examiner had ever tried to distinguish between the promise

and the performance of his examinees. বুদ্ধির পরিমাণ কি ভাবে জানিতে পারা যায় তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "If the child's real age is ten, his mental age may be anything from, say, seven to fourteen. If it is exactly ten, the child is of average intelligence ; if less than ten he is dull ; if more than ten he is clever. And the degree of cleverness and dullness may be measured, not merely in mental years but even in mental months. (Pearson's Weekly).

বুদ্ধির পরিমাণ মাপিবার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে অনেকগুলি মৌখিক প্রশ্ন করা হয়। বিনেঁ-সম্পাদিত পরীক্ষা (Binet Tests) এক্ষণে সকল দেশে প্রচারিত হইয়াছে। মৌখিক প্রশ্নের দ্বারা বুদ্ধির স্বাভাবিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। লিখন-পদ্ধতিতে চিন্তা ও স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধন হইয়া থাকে। ইহাতে বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইবার অবসর পায়। সাধারণ-ভাবে কতিপয় প্রশ্ন সহসা উত্থাপন করিলে, বুদ্ধির নগ্ন-বিকাশ

যেরূপ সম্ভব, লিখন-রীতিতে তাহা ঘটে না। ইউরোপীয় মহাসমরে যাইবার পূর্ব্বে যখন সৈন্য-পরীক্ষা হইতেছিল, তখন আমেরিকায় প্রায় ২০ লক্ষ সৈন্যের এইরূপ প্রশ্ন-পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধির পরিমাণ (Measurement of Intelligence) লওয়া হইয়াছিল। এইরূপে যোগ্যতা নিরূপণ করিতে অতি অল্প সময়ের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষা-গৃহে তিন ঘণ্টা ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম ও ধস্তাধস্তির পর বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে যদি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে উক্ত কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এইরূপে ২৩ মিঃ ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ২১২টি প্রশ্নের উত্তর লইয়া সৈন্যদলের যোগ্যতা-নিরূপণ কার্য্য শেষ হয়।

বর্ত্তমানে অনেক শিক্ষিত দেশে, এই প্রশ্ন-সিন্ধু মথিত করিয়া, বয়স অনুসারে ছাত্রদের জন্য নির্ব্বাচিত প্রশ্ন প্রস্তুত হইতেছে। এক্ষণে অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানকালে, এই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, সিভিল সার্ভিশ ও অন্যান্য পরীক্ষার সময়ও এইরূপে বুদ্ধির পরিমাপ (Intelligence Test) করিয়া যোগ্যতা নিরূপণ

করা হয়। ইহার ফলে, পূর্ব্বতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধির পরিমাপের উপর অনেক স্থলে প্রশ্ন-পত্র গঠন করা হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা-সূচক সংখ্যাও (marks) নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বুদ্ধির ওজন বুঝিয়া শিক্ষা-পদ্ধতি নির্ণয় করা আবশ্যক। শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রেমণ্ট সাহেব (T. Raymont) বলিয়াছেন, "We have seen good reason to emphasise the necessity of giving heed "* * * to the interests and capacities of the child." (Principles of Education).

---

# হাঙ্গারীতে লাইব্রেরী আন্দোলন।

বিগত ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রেল কলিকাতার আলবার্ট্ হলের কমিটী-রুমে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের উদ্যোগে যে সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে ফ্রান্সিস্ বালাজ্ তাঁহার দেশের অনেক কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত। সমগ্র দেশ ধরিলে প্রায় শতকরা নব্বুই জন লোক লিখিতে ও পড়িতে জানে। তাঁহাদের দেশে এমন গ্রাম নাই, যেখান হইতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে গ্রামবাসিগণ প্রতিবৎসর শিক্ষাকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত না হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় তাঁহাদের দেশে শিক্ষা-প্রচার-কর্ম্মে অধিকসংখ্যক লোক ব্যাপৃত থাকে; তাহার ফলে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞানলাভের স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফ্রান্সিস্ বালাজের দেশ- হাঙ্গারীর অন্তর্গত ট্রান্সিল্ভেনিয়ায়। তাঁহার পিতা কোন এক কৃষিজীবীর দশম সন্তান। যাঁহারা হাঙ্গারীয়ান্ তাঁহারা বর্ত্তমানে আসল হাঙ্গারী, জেকো-শ্লোভাকিয়া এবং রুমানিয়ায় বাস করিতেছে। তিনি রুমানিয়ার অন্তর্গত ক্লুজ্ নামক

শিক্ষাবিস্তার।

সহরের ইউনিটেরিয়ান কলেজের ছাত্র জগতে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টার উদ্দেশ্যে যে যুব-সম্প্রদায় ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি তাহার প্রতিনিধি হইয়া জগতের বিভিন্ন যুব-আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সদিচ্ছা-পূরণে সকলেই সাফল্য কামনা করিয়াছিল।

## শিক্ষার উদ্দেশ্য

মিঃ বাগাজ্ বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য মনের মধ্যে এমন এক আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা—যাহার ফলে মানুষ নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে চাহিবে। শিক্ষা তাহাকে কর্ম্মময় জীবনে কোন এক নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে না পারিলেও তাহার প্রাণে মহৎ ও উন্নত জীবন যাপনের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রবৃত্তি এবং আকুলতার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তি আপন আপন অভাব দূর করিতে পারিবে এবং জীবনযাত্রার উপযোগী পন্থা আবিষ্কার করিয়া সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার দেশে শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের মনে

সার্ব্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের পথে প্রবাহিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক বা অপর কোন বৈশিষ্ট্যময় শিক্ষার উপর জোর না দিয়া সাহিত্য ও সাধারণ শিক্ষার প্রচারকল্পে তাঁহারা অধিক সচেষ্ট।

## লাইব্রেরী-গৃহ

লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইতে তাঁহারা যে কিরূপ সজাগ, তাহা বুঝা যায়, যুবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও তীব্র উৎসাহ হইতে। অন্যান্য দেশে লাইব্রেরী-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থ সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাঙ্গারীয়ানগণ সে অনিশ্চিত ও কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার মুখাপেক্ষী না হইয়া, যে নূতন আদর্শে কর্ম্মসাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য, সামান্য যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহারই সাহায্যে ঐ দেশের যুবকগণ নিজেদের গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। নিকটবর্ত্তী বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, নিজেরাই ইষ্টকাদির সাহায্যে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করে—অল্প ব্যয়ে, অল্প সময়ে, প্রচুর পরিশ্রমের ফলে, নিজেদের আদর্শে তাহারা যে কার্য্যে আনন্দ লাভ করে,—কণ্ট্রাক্টর দিয়া

নির্ম্মাণ করাইয়া এবং প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া, কখনই সে তৃপ্তি উপভোগ করিতে পারিত না।

জনসাধারণের মধ্যে পাঠানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার জন্য হাঙ্গারীয়ানরা ভয়ানক পরিশ্রম করে। তাহার ফলে, লাইব্রেরীগুলিতে জনসমাগমের অপ্রতুল হয় না। সাধারণের উৎসাহ ব্যতীত, রাষ্ট্রীয়শক্তি তাহাদের সাহায্য না করিলে তাহারা উন্নতির পথে এত সত্বর অগ্রসর হইতে পারিত না। লাইব্রেরীর পুষ্টিসাধনের জন্য রাজকীয় অর্থ তাহাদের উৎসাহ বৃক্ষের মূলে যথেষ্ট জল সিঞ্চন করিয়া থাকে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, সাহসে ভর দিয়া, তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে। হাঙ্গারীতে এমন গ্রাম নাই, যেখানে একটি লাইব্রেরী দেখা যায় না। শিক্ষা কেন্দ্ররূপে এক একটি লাইব্রেরী তাহারা প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে।

ইহা ব্যতীত আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে হাঙ্গারীয়ানরা প্রতি গ্রামে এক একটি "শিক্ষা সমিতি" (Kultur House = Culture House) নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেক স্থলে তাহারা এই সকল গৃহে (১) সভা সমিতির অধিবেশন, ল্যান্টার্ণ লেকচার, থিয়েটার প্রভৃতি (২)

লাইব্রেরী (৩) প্রাচীন ও সৌখীন দ্রব্যাদির প্রদর্শনী ও (৪) বাক্স লাইব্রেরী বা চলন্ত লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করিয়াছে। এই আদর্শে সমস্ত দেশময় তাহারা "শিক্ষা সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

লাইব্রেরী-আন্দোলনে ফ্রান্সিস বালাজের তীব্র অনুরাগ দেখিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপায়ে সম্ভাষণ করিয়াছিল—

"জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠাকল্পে যিনি যুবসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, যিনি যুব-আন্দোলন পরিদর্শন করিতে জগতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই মিঃ ফ্রান্সিস বালাজকে, তাঁহার কলিকাতা আগমন উপলক্ষে, বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের কার্য্যকরী সমিতি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে এবং এই সমিতি অন্তরের সহিত আশা করিতেছে যে সমগ্র জগতের যুব-সম্প্রদায়ের মানসিক উৎকর্ষ-বিধানের জন্য
আন্দোলনের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য হইবে।"*

*"তরুণ বাংলায়" (৭।১।৩৫) প্রকাশিত

# লাইব্রেরী আন্দোলন

যে সকল জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহই শিক্ষাবিষয়ে অমনোযোগী নহে। বর্ত্তমান যুগে যে সকল দেশ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখা যায়, তাহারা কোন না কোন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সচেষ্ট। বিদ্যালয়, পাঠাগার, গ্রন্থালয়, শিল্পভবন প্রভৃতি শিক্ষা-বিস্তারের এক একটী কেন্দ্রস্বরূপ। নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া অন্যান্য জাতি দেশবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টায় উন্মত্ত। শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে। শিক্ষার জন্য আমেরিকা জনপ্রতি ব্যয় করে ১৬৷০ (ষোল টাকা চারি আনা), ইংলণ্ড করে ৯৶০ (নয় টাকা দুই আনা), জাপান করে ৯৲ (নয় টাকা) আর ভারতবর্ষ ব্যয় করে মাত্র ৶০ (দুই আনা)।

সেই অনুপাতে ভারতবর্ষের সুখ সমৃদ্ধিও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে।

## জার্ম্মানীর লাইব্রেরী।

লাইব্রেরীর ভিতর দিয়া শিক্ষা-বিস্তারের কার্য্য সহজ ও সরল হইয়া আসে। তাই বিভিন্ন দেশে লাইব্রেরী পরিচালনার কার্য্য দ্রুতবেগে চলিতেছে। অর্থের সুবিধার দিক্‌ দিয়াও লাইব্রেরীর সাহায্যে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, বিদ্যালয় বা কলেজের দ্বারা তাহা হয় না। অবারিত পাঠাগারগুলি জাতি ও পেশা নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই মনের খাদ্য যোগাইয়া থাকে। জার্ম্মানী এ তথ্য অনেক পূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহার ফলে এখন দেখা যায়, সমগ্র ইউরোপে যত বৃহদাকার লাইব্রেরী আছে, তার সিকি ভাগ লাইব্রেরী কেবল জার্ম্মানীতে অবস্থিত, এবং সেগুলিতে যত বই আছে, তাহার সিকি ভাগ বই কেবল জার্ম্মানীতেই পাওয়া যায়। লাইব্রেরী-সংখ্যা এখন ঐদেশে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে লাইব্রেরীর পুষ্টিসাধনের জন্য জার্ম্মানগণ অকাতরে অর্থব্যয় করে। জার্ম্মানী দেশের লোকেরা, বিশেষতঃ ছাত্রসঙ্ঘ, পাঠ্যপুস্তকের

গণ্ডীর ভিতর আপনার জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে না। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র উহাদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান লইয়া তাহারা সন্তুষ্ট নয়—ভবিষ্যতের বক্ষে ঝাঁপ দিতে চিরপ্রস্তুত। অচেনার পশ্চাতে অতৃপ্তির ব্যাকুলতা লইয়া তাহারা ছুটিতেছে। তাহারা চায় অচেনাকে চিনিতে—বুঝিতে। তাহারা চায় অজ্ঞতাকে জয় করিতে। জার্ম্মানীর তরুণ সম্প্রদায় জানে কি করিয়া ভবিষ্যতের শূন্যতাকে পূরণ করিতে হয়। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অপরিমিত তেজে তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত। শিক্ষালাভ তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। লাইব্রেরীতে জ্ঞানান্বেষণ তাহাদের নেশা। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, ক্রীড়া-কৌতুকাদির ন্যায়, তাহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। পাঠের মধ্যে যখন তাহারা ডুবিয়া থাকে তখন বাহিরের আকর্ষণ তাহাদের ভুলাইতে পারে না। শিক্ষালাভের প্রতি আন্তরিকতা তাহাদের উন্নতির ভিত্তি। সমস্ত জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে যেন তাহারা বাঁচে। সেইজন্য দেশের মধ্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা সদাই উৎসুক।

আন্তরিকতা জার্ম্মান জাতির মেরুদণ্ড। তাহাদের সকল কার্য্যে অন্তরের ছবি ফুটিয়া উঠে। এইজন্য সকল কার্য্যে তাহাদের কৃতিত্ব বাড়িয়া উঠিতেছে। তরুণ, তরুণী, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা,—সকল অবস্থার ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহার কাহিনী শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের চাহিদা যেমন সতেজ ও আন্তরিক, সকল কার্য্যে সুবিধা-সুযোগও সেইরূপ প্রচুর। লাইব্রেরী পরিচালনা কার্য্যে তাহারা অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়া থাকে। এক একটা লাইব্রেরী গৃহের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হয়। Dictionary, Encyclopædia, Reference-book, Bibliography ব্যতীত Directory, Time-table, Historical ও Geographical Map, নানা-বিষয়ক Report, Statistics, ছবি, মানচিত্র, Chart প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়। ইহা ভিন্ন কাগজ, কলম প্রভৃতি প্রয়োজন হইলে অনেক লাইব্রেরীতেই পাওয়া যায়। জার্ম্মানীতে বর্ত্তমানে ১৬০টি লাইব্রেরী আছে এবং তাহাদের পুস্তক-সংখ্যা প্রায় ২,৯৫,০০,০০০ (দুই কোটি ৯৫ লক্ষ)।

ইংলণ্ডেও লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষাপ্রচারের যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। তথায় লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য

শিক্ষিত ব্যক্তিকে উপযুক্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হয়। পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য লাইব্রেরী-গৃহে প্রচুর আয়োজন সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে। পাঠের সুবিধা, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা সকল লাইব্রেরীরই অনুকরণীয়। পাঠের সময় শারীরিক ক্লেশ বা অস্বস্তি মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে—পাঠকের মনোযোগ অপসারিত করাইয়া পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। এ জন্য অপরিমিত অর্থব্যয়ে লাইব্রেরী-গৃহের পারিপাট্য রক্ষা করিতে ইংলণ্ডের লোকেরা সর্ব্বদাই সযত্ন। মহাপ্রাণ কার্ণেগী সাহেবের অকৃত্রিম বদান্যতায় লাইব্রেরীগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে। ইংরাজগণ শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অকপট চেষ্টা ও পরিশ্রমে এখন ইংলণ্ডে শতকরা ৯৩০৫ জন লোক শিক্ষিত। কেবলমাত্র লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রতি বৎসর ১,২৭,০০,০০০ (এক কোটি ২৭ লক্ষ) টাকার উপর ব্যয় করেন।

আমাদের দেশেও লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে। “বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ” দেশের মধ্যে বিভিন্ন জেলার লাইব্রেরীগুলির অবস্থা

নির্দ্ধারণ করিতে সচেস্ট। লাইব্রেরীর অবস্থা পরিবর্ত্তন, পাঠকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে যত্ন, পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পুঁথি, সংবাদপত্রাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সম্ভব হইলে সেইগুলির প্রকাশ ও দেশবাসীর মধ্যে পাঠানুরাগ-বর্দ্ধন প্রভৃতি কয়েকটি সদুদ্দেশ্য লইয়া এই পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।*

* "তরুণ বাংলা"য় প্রকাশিত—৬ই এপ্রেল, ১৯২৮।

# লাইব্রেরীর স্বরূপ

এমন দিন ছিল যখন লোকেরা মনে করিত, যে লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য খুব দায়িত্বপূর্ণ নহে এবং ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অধিক পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না; তাঁহার কার্য্য যাহারা পুস্তক পড়িতে চাহেন তাঁহাদের পুস্তক যোগান এবং বইগুলির হিসাব রাখা বা তত্ত্বাবধান করা তাহাও অধস্তন কর্ম্মচারীদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। তখন লোকেরা মনে করিত, সমস্ত জীবন সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া বা অন্য কোন শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া, জীবনের অপরাহ্ন-সময় অল্প পরিশ্রমে ক্ষেপণ করিবার জন্য লাইব্রেরী-সচিবের কার্য্য গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। তাহারা মনে করিত, মানুষ জীবনের মধ্যাহ্ন-ভাগ সগৌরবে কাটাইয়া, স্থবির বয়সে যখন হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, তখন লাইব্রেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই। এই সকল অসঙ্গত ধারণার মূলে ছিল লাইব্রেরিয়ানের নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপন ও অল্প বাক্যব্যয়ের রীতি। অধ্যাপনার কার্য্য যাঁহারা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক গ্রন্থকারের সহিত পরিচয়

আছে; শিক্ষাবিভাগে যাঁহারা কর্ম্ম করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও জ্ঞান-বিস্তার সম্বন্ধে এবং শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে কোন না কোন ধারণা জন্মিয়াছে; কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে যাঁহারা একেবারেই পদার্পণ করেন নাই, এমন অনেক লোককে কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বার্দ্ধক্য ও জরাকে সাথী লইয়া শেষ-বয়সে লাইব্রেরীর আসরে উপনীত হইতে দেখা যাইত।

## লাইব্রেরিয়ানের কর্ত্তব্য।

এখন কিন্তু সেদিন নাই। বর্ত্তমানে লোকেরা বুঝিতে শিখিয়াছে, লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব কত গভীর, কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। কত যত্ন, কত অধ্যবসায়, কত কার্য্য-তৎপরতার প্রয়োজন হয় লাইব্রেরী-সচিবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে, তাহা এখন বিশদ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। পাঠকের আধিক্যে, পুস্তক-প্রকাশের বাহুল্যে, বন্দোবস্তের পারিপাট্যে এখন সর্ব্বত্র গ্রন্থাধ্যক্ষ রীতিমত শ্রম স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে নিযুক্ত। এখন তিনি বুঝিয়াছেন ও সকলকে বুঝাইতেছেন—শৃঙ্খলার সহিত লাই

পরিচালনা করিতে এবং নিপুণতার সহিত পাঠকের পঠনেচ্ছা বাড়াইতে অল্প পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। যেখানে বিষয়-বৈচিত্র্য, যেখানে নানা সম্প্রদায়ের পাঠক নানা ভাষায় গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত, যেখানে বিশ্ব-ভারতী, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বরোদার লাইব্রেরীর মত গ্রন্থাগার শিক্ষা-বিস্তারে ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেখানে লাইব্রেরী পরিচালনা করিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও পরিচালনা-কার্য্যের জ্ঞান যে প্রয়োজন হয়, সে বিষয়ে এখন সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

যে যুগে সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান্ ঐতিহাসিক ও হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান জাষ্টিন উইনসর, বিলাতের প্রত্নতাত্ত্বিক হেনরী ব্র্যাডশ কিংবা ডেভিড হিউম কার্য্য করিতেন তখন অনেকে তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সকল সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র। পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য, দারিদ্র্য-বিস্তারের কারণে, পুস্তকের বিষয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য-জনিত এবং আরও নানা প্রকার সামাজিক ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় কারণ বশতঃ লাইব্রেরী পরিচালনার কার্য্য-পদ্ধতি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। বৃহৎ লাইব্রেরী পরিচালনায় যে কার্য্য-দক্ষতা

প্রয়োজন, গবেষণা-মূলক গ্রন্থালয়ে বা বিজ্ঞান-আগারে তাহা হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। বর্ত্তমানে বহু-গ্রন্থবিশিষ্ট লাইব্রেরী আমাদের দেশে অধিক পরিমাণে দেখা না যাইলেও, অল্পপুস্তক-বিশিষ্ট অধিকসংখ্যক লাইব্রেরী এখন নয়নগোচর হইতেছে। যাহাতে সেগুলির প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়, যাহাতে দেশ-বাসী জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য লাইব্রেরীর সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে সে জন্য লাইব্রেরী-আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন। জ্ঞানের মহিমা প্রচারের জন্য উপযুক্ত উপদেশ-বচন, গ্রন্থ-ব্যবহার-কল্পে সু-পণ্ডিত সুধীবৃন্দের সুভাষিতাবলী লাইব্রেরী-গৃহের সরঞ্জাম হওয়া উচিত। লোক-আকর্ষণ উদ্দেশ্যে, প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে উদ্ধৃত উৎকৃষ্ট রচনার দু' চার পংক্তি যেমন হৃদয়ের উন্নতি-বিধানে কার্য্যকরী, ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিবার বাসনা জাগাইতেও সেইরূপ উপযোগী। পাঠকের মন আকর্ষণের জন্য নানা উপায়ে লাইব্রেরী-গৃহ পরিশোভিত করিয়া বরোদার লাইব্রেরীগুলি যেরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহা সকলের আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী অনেকের প্রাণে প্রেরণা জাগাইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

শিক্ষাবিস্তার।

লাহোরের মেহরা কোম্পানী লাইব্রেরীকে সুদৃশ্য করিবার জন্য ও পাঠানুরাগ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

যে মহাপুরুষের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই লাইব্রেরীর নামকরণ হইয়াছে, তাঁহার ভ্রাতা, স্বনাম-ধন্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পি, এচ-ডি, মহাশয় তাঁহার "যুগ-সমস্যা" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, "পুঞ্জীকৃত মানব-অভিজ্ঞতা হইতেছে সভ্যতার মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই পুঞ্জীকৃত মানব-সভ্যতার একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে—সাহিত্য। যে ভাষায় যত প্রকারে মানব-অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, সেই জাতির কীর্ত্তির নিদর্শন ততই প্রকৃষ্ট। এই লিপিবদ্ধ মানব-বুদ্ধির কীর্ত্তিত বিবরণী যথায় বসিয়া পাঠ করা হয়, তাহাকে পাঠাগার কহে। পাঠাগারের ইহাই গৌরবের বিষয় যে, সভ্যতার উন্নতির জন্য এই প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলি তাহার আবশ্যক যন্ত্র-স্বরূপ কার্য্য করে।"

## আমেরিকার লাইব্রেরী

লাইব্রেরীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে আমেরিকাবাসী তাই আমেরিকায় লাইব্রেরী গঠন করিয়া দেশবাসীর

জ্ঞানান্বেষণ-প্রবৃত্তি উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছে—লাইব্রেরী-আন্দোলন। সুশৃঙ্খলায় লাইব্রেরী পরিচালন ও জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির প্রচেষ্টা জগতের মধ্যে আমেরিকাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছে বলা যাইতে পারে। লাইব্রেরীর জন্য অকাতরে অর্থদান, পুস্তক সংগ্রহের জন্য অমানুষিক চেষ্টা আমেরিকাতেই সম্ভব হয়। সে দেশের লাইব্রেরী-আন্দোলনে কৃতকার্য্যতার মূলে কেবলমাত্র তাহাদের অকৃত্রিম অধ্যবসায় এবং কল্যাণকর কার্য্যে অপর্য্যাপ্ত উৎসাহই দেখা যায়। লাইব্রেরী-যজ্ঞে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোতা মহাত্মা কার্ণেগীর বিপুল অর্থ লোকের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে ব্যবহৃত হইতেছে। যত দূর জানা গিয়াছে—

ওয়াশিংটনে—২৭টি লাইব্রেরীর মধ্যে—

৬টি কার্ণেগী পাবলিক লাইব্রেরী

টেক্‌শাসে—১৮টির মধ্যে ৮টি ,, ,,

উটায়—২০টির মধ্যে ৬টি ,, ,,

ওকলাহোমায়—২৭টির মধ্যে ১৩টি ,, ,,

ইহা ভিন্ন লাইব্রেরীতে পুস্তকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। যাহাতে কোন পাঠক পড়িতে আসিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া না যায়, সেজন্য পুস্তকের সংখ্যা।

আমেরিকার লাইব্রেরীতে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। অনেক লাইব্রেরী আছে যেখানে পুস্তক ক্রয়ের জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করা হয়; কেবলমাত্র পুস্তকের জন্য রীতিমত মোটা টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাহার ফলে লাইব্রেরীর আয়তন প্রতিবৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবলমাত্র ওয়াশিংটন ষ্টেটের—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সীটল নামক স্থানের লাইব্রেরীতে বই আছে | | | | ৩,৬৭,০০০ |
| টেকোমায় পুস্তক সংখ্যা প্রায় | | | ... | ১,১৮,০০০ |
| স্পোকেনে | ,, | ,, | ... | ১,০৬,৮৩০ |
| বেলিংহামে | ,, | ,, | ... | ৪২,০০০ |
| এভরেটে | ,, | ,, | ... | ২০,৯৮৯ |
| যাকিমায় | ,, | ,, | ... | ১৬,৭৭৬ |

এই প্রকারে দেখা গিয়াছে সেখানে

৪টি লাইব্রেরী আছে, যেখানে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রত্যেকটিতে পুস্তকের সংখ্যা | | | ... | ১০,০০০এর উপর | |
| ৬টি লাইব্রেরীর প্রত্যেকটিতে | | | ... | ৭,০০০ | ,, |
| ৫টি | ,, | ,, | ... | ৫,০০০ | ,, |
| ৩টি | ,, | ,, | ... | ৪,০০০ | ,, |
| ৩টি | ,, | ,, | ... | ৩,০০০ | ,, |

তালিকা এই ভাবে ভারাক্রান্ত করা বাহুল্য মাত্র।

ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী লেখক জন রাস্কিন বলিয়াছেন "You might read all the books in the British Museum (if you could live long enough) and remain an utterly "illeterate" uneducated person ; but that if you read ten pages of a good book, letter by letter, *i e.* to say, with real accuracy, you are for ever more in some measure an educated person. The entire difference between education and non-education (as regards the merely intellectual part of it), consists in this accuracy. পুস্তক-পাঠের নেশা অনেকের মধ্যে দেখা যায় বটে ; কিন্তু পাঠের শৃঙ্খলার অভাবে অনেক স্থলে অধীত বিষয় মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে না। তথ্যসংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে যদি পাঠ করা যায়, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সুসাধ্য হইতে প্রায়ই দেখা যায়। অনেক লোক বই পড়ে, কিন্তু কেন পড়ে তাহা জানে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞানের বিষয়-গত শ্রেণীবিভাগ সাধারণ মানব মনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে। সে জন্য অধীত বিষয়ের সহিত সংযোগ স্থাপিত করিয়া পাঠ্য বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই জন্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে apperception এর প্রয়োজন হয়। যে বিষয় পাঠ করা হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমানে যে বিষয় পড়া যাইবে তাহার সংযোগ স্থাপনে আরম্ভ করা সহজ হইয়া উঠে। জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য সাধু,—উপায়ও সরল ও সহজ-গম্য হওয়া উচিত। জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলে প্রকৃত জ্ঞান-অর্জ্জন সার্থক হয়। জ্ঞান ভাণ্ডার অফুরন্ত বলিয়া, বিষয়গুলি শৃঙ্খলা-বদ্ধ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিলে, পাঠের উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা কম। সেই কারণে Self-conscious হইয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধিলাভ করা সহজ হইয়া যায়।

## অনুসন্ধিৎসা

জ্ঞানার্জ্জনের মূলে যে অনুসন্ধিৎসা, একথা ভুলিলে চলিবে না। অনুসন্ধিৎসার সিংহ-দ্বার ব্যতীত জ্ঞানের প্রাসাদে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। মনের ভিতর আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে কোন বিষয় শিক্ষা করা যায় না। আকুল আবেগ না জন্মাইলে যেমন ঈপ্সিতের দর্শন লাভ ঘটে না, মনস্তত্ত্বের আসরেও শিক্ষালাভের দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতা না থাকিলে, জ্ঞান সঞ্চয় করা অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রায়ই

দেখিতে পাওয়া যায়, লাইব্রেরীতে পুস্তক সংগ্রহের বাহুল্য থাকিলেও, পাঠকের বাহুল্য ঘটিয়া উঠে না। (Propaganda এবং publicity) প্রচার-কার্য্যের দ্বারা জন-সাধারণের মনে পঠনেচ্ছা জাগাইতে হইবে। লাইব্রেরীতে মধ্যে মধ্যে উৎসবের আয়োজন করিয়া গ্রামবাসীর হৃদয়ে জ্ঞানের আনন্দ ঢালিয়া দিতে হইবে। হিন্দুর উপাস্য দেবতা নানা ভাবে, নানা দিকে বঙ্গবাসীর গৃহে বিরাজ করিতেছেন। ঋতু-পরিবর্ত্তনের তালে তালে, শস্য উৎপাদনের সম্পর্কে, গৃহস্থ আশ্রমের বিভিন্ন পর্য্যায়ে, প্রকৃতি দেবীর নিত্য চঞ্চলা মূর্ত্তির অপর্য্যাপ্ত বিবর্ত্তনে উৎসবের বাদ্য শ্যামা বঙ্গ-ভূমির আকাশে, বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। ভাবের প্রাচুর্য্যে, হৃদয়ের গভীরতায় বাঙ্গালী চিরকাল অপূর্ব্ব সম্পদে গরীয়ান্। আমরা সেই সকল ভাবের খেলা ভুলিয়া, হৃদয়ের চাষ ত্যাগ করিয়া, অনিত্যের আপাত মধুর প্রতিবিম্বের পিছনে ছুটিয়া বাঙ্গলার সম্পৎ হারাইতে বসিয়াছি। জ্ঞানের মার্গে, ভক্তির রসে, প্রাণের বিনিময়ে যে আনন্দ, সে আনন্দ আর কিছুতে পাওয়া যায় না। হৃদয় খুলিয়া আবার যাহাতে উৎসবে মাতিতে পারা যায় সে জন্য যুবকদের আমি অনুরোধ করিতেছি।

## চলন্ত লাইব্রেরী

অনেক লোক যে দেশে বাস করে, সে দেশের সকল লোককে শিক্ষিত করিতে যথেষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন। স্কুল, কলেজ দ্বারা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে বিস্তর অর্থের আবশ্যক হয় বলিয়া, লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে এখন সকল সভ্য দেশই বিশেষ সচেষ্ট। আমাদের দেশে ব্যবস্থা এবং অর্থ দুই-ই যথেষ্ট নয় বলিয়া শিক্ষার হার বাড়িতেছে না। সমবেত চেষ্টায় কার্য্য করিলে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না। প্রতি গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপনের মহৎ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পুস্তক প্রেরণ দুঃসাধ্য নহে। চলন্ত লাইব্রেরীর সাহায্যে গৃহে গৃহে পুস্তক পাঠাইলে পাঠের ইচ্ছা যে বাড়িয়া যাইবে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। স্বল্প ব্যয়ে এক দফা পুস্তক সংগ্রহ করিলে, তাহা অনেক লোককে পড়ান যাইতে পারে ও গ্রামের সমস্ত বাড়ীতে পাঠান শেষ হইলে, ভিন্ন গ্রামে পুস্তকাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। লাইব্রেরীর মধ্যে পরস্পর পুস্তক বিনিময়ে অধিকসংখ্যক পুস্তক বা একই পুস্তক অনেকগুলি ক্রয়

করিতে হয় না। বর্ত্তমানে মহিলাদের শিক্ষা দিবার এই উপযুক্ত পদ্ধতি ধরিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরী যদি চলন্ত লাইব্রেরীর সাহায্যে জ্ঞান বিতরণ যজ্ঞে বদ্ধ পরিকর হয়, তাহা হইলে অচিরে গৃহ-লক্ষ্মীরা সুশিক্ষিত হইয়া গৃহ, সমাজ ও সন্তান-সন্ততির অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।*

*বাঁকুড়া বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অধিবেশন। ১১ই ফাল্গুন, ১৩৩৬।

# লাইব্রেরী আন্দোলনের প্রয়োজন (২)

আজ যে বারতা শুনাইবার জন্য আপনাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, আপনারা আমাকে বাঙ্গলা দেশের পাঠাগার সমূহের উন্নতিকল্পে দেশব্যাপী আন্দোলনের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া, আপনাদিগকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাইতেছি। জন-সাধারণের মধ্যে সমবেত চেষ্টায় শিক্ষা-বিস্তার আমাদের দেশে নূতন আদর্শ নহে। পাঠাগার স্থাপন করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অন্নচিন্তা যখন মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায় হয় নাই, অনাবিল আনন্দ-লহরী যখন আমাদের গৃহস্থাশ্রম শ্রীমণ্ডিত করিয়া রাখিত, জ্ঞান-গরিমায় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আদর্শস্থল ছিল, অতীতের সেই গৌরবময় যুগেও পাঠাগার স্থাপনা করিয়া, জনসাধারণের মনে শিক্ষার বীজ বপন করিবার রীতি প্রচলিত থাকার কথা শুনা যায়।

## নালন্দা

ভারতের মুকুটমণি, শিক্ষার কেন্দ্র-স্থল, পবিত্র "নালন্দা" তীর্থে বিদ্যার্থিগণ যে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের আবেগ লইয়া গমন করিত, তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীরে পুলক সঞ্চার হয়। নানা শাস্ত্রের অমূল্য রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া "নালন্দার" যে অপূর্ব্ব পাঠ-ভবন, স্তরে স্তরে নয়-তলা প্রাসাদের আকারে সজ্জিত হইয়া, দাঁড়াইয়া থাকিত তাহার নাম ছিল রত্নোদধি। কত দেশের কত জ্ঞানরত্নরাশি যে তথায় সঞ্চিত ছিল, তাহা এখন ধারণার অতীত। পুঁথি, গ্রন্থ, ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতির সংগ্রহ ভারতের যে কোন গ্রন্থাগারকে পরাস্ত করিয়া বিশ্বভারতীর লীলা-নিকেতনে উহাকে পরিণত করিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রায় ১০০ জন শাস্ত্রবিৎ বৌদ্ধ পণ্ডিত তথায় নিয়ত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। কি দর্শন, কি সাহিত্য, কি ধর্ম্মপুস্তক, নানা প্রকার সৎ-সাহিত্যের গবেষণা এবং অধ্যাপনায় সেই পবিত্র "নালন্দা" অহর্নিশ মুখরিত থাকিত। তখন ভারতে শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যাচর্চ্চার পক্ষে এমন রমণীয় কেন্দ্রস্থলের সমকক্ষ আর কোন শিক্ষামন্দির ছিল না।

শিক্ষাবিস্তার।

নয়নাভিরাম, পুণ্যসলিল ফল্গুনদীর কূলে এই বিদ্যাপীঠটি কত দেশ-বিদেশের নানা ছাত্র-ছাত্রীর মন আকর্ষণ করিত। পাঠের জন্য যে সকল পুস্তক স্তরে স্তরে গ্রন্থাগারে সজ্জিত থাকিত, তাহা শুধু ভারতবাসীর নয়, সুদূর চীনদেশ হইতেও পাঠক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি এক সময়ে অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। কত যুদ্ধ, কত বিদ্রোহ, কত মহামারী, কত প্লাবন, ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। তবে দেখা যায় ভারতের শিক্ষা, ভারতের আদর্শ, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সমাজ-নীতি ভারতবাসীর হৃদয়ে যুগ-প্রবর্ত্তনের সুগভীর ছাপ বসাইতে দেয় নাই। এইটিই ভারতের বিশেষত্ব। অনাদি, অনন্ত কাল ধরিয়া যে মহান্ আদর্শে ভারত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা এখনও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ, অটুট রাখিয়াছে। যতদিন সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, ফুল্লরার স্মৃতি ভারতবর্ষ বুকে করিয়া ধরিয়া থাকিবে, যতদিন ভীষ্মদেব, সব্যসাচী, শঙ্করাচার্য্য, শিবাজী, চৈতন্যদেব, প্রতাপের অমর-স্মৃতি ভারতবাসীর হৃদয়ে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে, ততদিন ভারত—অন্নাভাবে,

অর্থাভাবে, শিক্ষা-অভাবে যতই লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট ও বিপন্ন হউক না কেন, -সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীন-চিন্তার বৈজয়ন্তী উড়াইয়া, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া জগতে প্রেমের আদর্শ ঘোষণা করিয়া যাইবে।

আজ এই প্রেমের বারতা লইয়াই আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। দেশবাসীকে প্রেমের বন্ধনে না বাঁধিতে পারিলে আমাদের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের অন্য উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের কথা ভাবিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ঋণজালে জড়িত, কন্যাদায়গ্রস্ত, রোগে জীর্ণ-শীর্ণ... কেন? ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? বাস্তবিক আমরা কি অবস্থার দাস? আমাদের শিক্ষা, আমাদের জ্ঞান, আমাদের আদর্শ, সকলই কি গতানুগতিকের আবর্ত্তে পড়িয়া বিচূর্ণ হইয়া যাইবে? শুনিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গলা দেশে উচ্চ-শিক্ষিত যুবক এত অধিক সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রাগার হইতে বহির্গত হইয়া থাকে যে, তাহার তুলনায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা অনেক অল্প। শিক্ষা যে মানুষকে "মানুষ" করে, এই মহাবাক্য কি বাঙ্গলা দেশে ব্যর্থ হইয়া যাইবে? শিক্ষার অভিমান যদি মনুষ্যত্ব-বিকাশের হন্তারক হয়,

## শিক্ষাবিস্তার।

শিক্ষার কুফল যদি আমাদের দুঃখের প্রসার বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে, সে শিক্ষার কি যে প্রয়োজন, বুঝিতে পারি না। দেশ-প্রাণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই জন্য বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন "বর্ত্তমান শিক্ষাই যদি আমাদের পায়ে দুঃখের শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়, তাহা হইলে, সে শিক্ষা-মন্দিরের দ্বার কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত"।

কিন্তু হাওয়া বদলাইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, ধীরে ধীরে আমাদের মতি ফিরিতেছে। উচ্চশিক্ষা আমাদের ক্ষুধিত বদনে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতে পারে না দেখিয়া, এখন অনেকের, উদরান্নের জন্য, অন্যরূপ গতিবিধি হইতেছে। যে পেশা পূর্ব্বে হীন ও মর্য্যাদা-হানিকর বলিয়া মনে হইত, শিক্ষিতাভিমানী পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম আত্ম-সম্মানের বিঘ্ন উৎপাদক বলিয়া ভাবিত, সেই সকল কর্ম্মে এখন অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অর্থাভাব দেশে বাড়িয়া উঠিতেছে বলিয়াও অনেকে উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা-লাভ করিলে ব্যয় লাঘব হওয়া স্বাভাবিক। অর্থকষ্ট দূর করিবার উপায় পুস্তক-পাঠেও জানিতে পারা যায়। শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিবরণ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার

সাহায্যে ব্যবসার জিনিষ-পত্র প্রস্তুত করিবার উপায় লাইব্রেরী হইতেই জানা যায়। কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কোথায়ই বা কোন্ দ্রব্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা অধিক, জানিতে হইলে, রীতি-মত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। ব্যবসার উদ্যমের পশ্চাতেও জ্ঞান-সঞ্চয় ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন. একথা ভুলিলে চলিবে না। ইহা ভিন্ন, পুস্তক পাঠের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান অর্জ্জন করিলে অভাব ও দুঃখকে যে অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

সকল দেশেই মানবজাতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; (ক) উচ্চ-শিক্ষিত, (খ) অর্দ্ধ-শিক্ষিত, এবং (গ) নিরক্ষর। (ক) উচ্চ-শিক্ষিত যাহারা, তাহাদের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার জন্য অবশ্য লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। (খ) কিন্তু অর্দ্ধশিক্ষিত যাহারা, তাহাদের জন্য প্রত্যেক পল্লীতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া দিবসের যে সময়টুকু আত্ম-বিনোদনের জন্য অতিবাহিত করিতে পারা যায়, সে মহামূল্য সময় পরোক্ষভাবে যাহাতে জ্ঞানের অন্বেষণে নিয়োজিত হয়, সে জন্য প্রয়াস করা দেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। যে সকল লোকহিতকর কার্য্যে আমরা আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকি, যে সকল সাধারণ অনুষ্ঠানের

ভিতর দিয়া, আমাদের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, সে সকল সুন্দর-ভাবে চলিলেও যদি আমরা আমাদের প্রতিবেশিগণের মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের জন্য বদ্ধ-পরিকর না হই, তাহা হইলে আমাদের অনেক কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। গ্রন্থাগার হইতে বিবিধ রত্ন-রাজি আহরণ করিয়া জনসাধারণের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা মানব-ধর্ম্ম-সাধনের এক মহৎ অনুষ্ঠান। যে সকল মহাপুরুষ সাধারণের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে পাঠাগার স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা তাঁহাদের নাম স্মৃতিপটে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। (গ) নিরক্ষর যাহারা---গভীর বেদনার সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে---তাহাদের সংখ্যা আমাদের দেশে শতকরা ৯৪। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে, এই বিংশ শতাব্দীতে এত বড় লজ্জা, এত বড় অপমানকর ব্যাপার একমাত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশ নিশ্চিন্তমনে মস্তকে বহন করিতে পারে কি না, জানি না। কি গভীর পরিতাপের কথা—বেদ-উপনিষৎ-মুখরিত ভারতে, কালিদাস ও ভবভূতির---খনা ও লীলাবতীর---দেশের কি অদ্ভুত পরিণতি! সমগ্র

ভারতের এতগুলি নিরক্ষর ব্যক্তির প্রতি আমাদের দায়িত্ব নিতান্ত অল্প নয়। আমরা যাহাদের সহিত একত্রে মেলামেশা করি, যাহাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করি, এবং যাহাদের উপর জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাব বিস্তার করিয়া, মনুষ্য-সমাজে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করি, সেই সকল নিরক্ষর ভ্রাতৃবৃন্দের অজ্ঞতা দূর করা কবে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিব? লাইব্রেরীতে নৈশ-বিদ্যালয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের মধ্যে সহজেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অনেকে বলেন, দরিদ্র ও দুর্ব্বল জাতির এত গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে সফলতা লাভ করা দুঃসাধ্য। উত্তরে বলিব,—সাধনা, অধ্যবসায় ও সমবেত উদ্যম। মনে রাখিবেন, "তৃণৈর্গুণত্বম্ আপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" এই জন্যই উদ্যোগী কর্ম্মিদের সাহায্যে লাইব্রেরী-আন্দোলন চালানর প্রয়োজন। ভরসা—শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি। শক্তি—যুব-জনের উৎসাহ। আশা—দেবতার আশীর্ব্বাদ।*

* যশোহর-সাধারণ-পাঠাগারের একটি বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। (১০।৯।২৬)।